কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

قرآن مجید وتجوید

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْقُرْاٰنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল
ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ
মাওলানা আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম
মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক

সম্পাদনা

প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৮

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশ** গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর পঠন শিক্ষা, বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে **কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি এবং পবিত্র কুরআন শরিফ থেকে উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত **আল-কুরআনুল করীম** এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
কুরআন মাজিদের পরিচয় ও ইতিহাস

১ম পাঠ : কুরআন মাজিদের পরিচয় ১
২য় পাঠ : কুরআন মাজিদ শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাজভিদসহ পঠন এবং অর্থসহ মুখস্থকরণ

১. সুরা কারিয়া ৮
২. সুরা তাকাসুর ৯
৩. সুরা আসর ১০
৪. সুরা হুমাজাহ ১০
৫. সুরা ফিল ১১
৬. সুরা কোরাইশ ১১
৭. সুরা মাউন ১২
৮. সুরা কাওসার ১২
৯. সুরা কাফেরুন ১৩
১০. সুরা নাছর ১৩
১১. সুরা লাহাব ১৪

তৃতীয় অধ্যায়
আল কুরআন
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইমান

১ম পাঠ : আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস ১৫
২য় পাঠ : নবি ও রসুলদের প্রতি বিশ্বাস ২২
৩য় পাঠ : পরকালের প্রতি বিশ্বাস ২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাহারাত

১ম পাঠ : অজু ও তায়াম্মুমের বিধান ৩৬
২য় পাঠ : গোসল ও এস্তেঞ্জার নিয়মকানুন ৪৩
৩য় পাঠ : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আখলাক
(ক) আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্র

১ম পাঠ : সালাম বিনিময় ৫৪
২য় পাঠ : তাওয়াক্কুল ৫৯
৩য় পাঠ : সত্যবাদিতা ৬৪
৪র্থ পাঠ : মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ ৬৯

(খ) আখলাকে যামিমা বা মন্দ চরিত্র

১ম পাঠ : মিথ্যার কুফল ৭৫
২য় পাঠ : অহংকারের পরিণতি ৮১
৩য় পাঠ : পরনিন্দা ৮৭
৪র্থ পাঠ : অপচয় ৯৩

চতুর্থ অধ্যায়
তাজভিদ শিক্ষা

১ম পাঠ : তাজভিদের গুরুত্ব ও পরিচয় ৯৮
২য় পাঠ : আরবি হরফসমূহের মাখরাজের বিবরণ ৯৯
৩য় পাঠ : নুন সাকিন ও তানভিনের বিধান ১০০
৪র্থ পাঠ : মিম সাকিনের বিধান ১০৩
৫ম পাঠ : মাদ্দের বিবরণ ১০৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়
কুরআন মাজিদের পরিচয় ও ইতিহাস

প্রথম পাঠ
কুরআন মাজিদের পরিচয়

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। ইহা মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলার পথে পরিচালিত করার সুমহান লক্ষ্যে সর্বশেষ রসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে আরবি ভাষায় নাজিল করা হয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণঃ

قُرْاٰنٌ শব্দটি মূলত فُعْلَانٌ ওজনে মাসদার (উৎস)। মূলাক্ষর হচ্ছে ق ـ ر ـ ء (قَرْءٌ) অর্থ পড়া, পাঠ করা। এখানে اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি اَلْمَقْرُوْءُ (পঠিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি تَوْرَاة এবং اِنْجِيْل এর ন্যায় একটি আসমানি গ্রন্থের মৌলিক নাম।

সংজ্ঞাঃ

কুরআন হচ্ছে- ক. আল্লাহ তাআলার কালাম; যা
খ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ;
গ. মাসহাফে (গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ;
ঘ. অসংখ্য ধারায় সুদৃঢ়ভাবে বর্ণিত; এবং
ঙ. যাবতীয় সন্দেহের অবকাশ থেকে মুক্ত পবিত্র গ্রন্থ।

নামকরণঃ কুরআন মাজিদের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমনঃ

১. اَلْقُرْاٰنُ অর্থ اَلْكِتَابُ الْمَقْرُوْءُ (পঠিত গ্রন্থ)। অন্যান্য আসমানি কিতাব অপেক্ষা কুরআন মাজিদ অধিক পরিমাণে পঠিত হয় বিধায় এ গ্রন্থটিকে اَلْقُرْاٰنُ বলা হয়।

২. اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি قَرْنٌ উৎস থেকে নির্গত। যার অর্থ মিলিত হওয়া। যেহেতু কুরআন মাজিদের সুরা, আয়াত এবং অক্ষরসমূহ একটি অপরটির সাথে মিলিত এজন্য এ গ্রন্থটিকে اَلْقُرْاٰنُ বলা হয়।

৩. اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি قَرْءٌ উৎস থেকে গৃহীত। অর্থ জমা করা, একত্রিত করা। যেহেতু কুরআন মাজিদ সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস-ভাণ্ডার, সেহেতু একে اَلْقُرْاٰنُ নামে নামকরণ করা হয়।

ইতিহাসঃ

কুরআন মাজিদ সর্বকালের সকল স্তরের মানুষের জন্য একমাত্র হিদায়াত গ্রন্থ। যাতে রয়েছে মানব জীবনের সকল বিষয়ের আলোচনা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান। আরব ভূ-খণ্ডসহ সমগ্র বিশ্ব যখন অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এমনকি পবিত্র কাবাঘর পর্যন্ত মূর্তিপূজার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল, তেমনি একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পবিত্র মক্কা নগরীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি মক্কা মোয়াজ্জামার অদূরে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হয়ে পথহারা মানব জাতির হিদায়াতের উপায় নিয়ে ভাবতে লাগলেন। দিন দিন তিনি নির্জনমুখী হয়ে পড়লেন। একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ কিতাব নাজিলের পূর্বে রসুল (ﷺ) কে প্রস্তুত করে তোলা হয়। কেননা, তাঁর উপর এমন এক মহান কিতাব নাজিল হওয়ার সময় অত্যাসন্ন, যা সুদৃঢ় পাহাড়ের উপর নাজিল করা হলে পাহাড়ও আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিগলিত হয়ে যেত। দিবা-রাত্রি নিরিবিলি ইবাদতে আত্মনিয়োগের পর রমজান মাসে জিবরাইল আমিন তাঁর কাছে সর্বপ্রথম ওহি নিয়ে আগমন করেন এবং সুরা আলাক এর প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হয়। সে দিন থেকে কুরআন নাজিল শুরু হয়। নাজিলের এই প্রাথমিক অবস্থায় নবি করিম (ﷺ) নাজিলকৃত আয়াতসমূহ মুখস্থ করে রাখেন। পরবর্তীতে পশু-প্রাণীর চামড়ায়, হাড়ে, গাছের ছালে, শুকনো পাতায় ও প্রস্তরখণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়।

কুরআন মাজিদের গঠন ও কাঠামোঃ

কুরআন মাজিদে সর্বমোট ১১৪টি সুরা রয়েছে। তন্মধ্যে ৮৬টি মাক্কি এবং ২৮টি মাদানি। প্রথম সুরা আল-ফাতিহা এবং শেষ সুরা আন-নাস। কুরআন মাজিদের সর্বক্ষুদ্র আয়াত হচ্ছে ثُمَّ نَظَرَ এবং সর্ববৃহৎ আয়াত হচ্ছে সুরা বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াত। কুরআন মাজিদের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। সুরা হিসেবে আল-বাকারা সর্ববৃহৎ এবং সুরা আল-কাওসার সবচেয়ে ছোট। তেলাওয়াতের সুবিধার্থে কুরআন মাজিদকে ৩০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একেকটি ভাগকে আরবিতে جُزْءٌ ও ফারসিতে 'পারা' বলে।

নামাজে তেলাওয়াতের সুবিধার্থে সমগ্র কুরআন মাজিদকে ৫৪০টি রুকুতে ও ৭টি মঞ্জিলে বিভক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

কুরআন মাজিদ শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ শিক্ষার গুরুত্বঃ

কুরআন মাজিদ মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতারিত। মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনা করার জন্য কুরআন মাজিদে পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মহানবি (ﷺ) কে একাধিক উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেওয়া। যেমন কুরআন মাজিদে আছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ... الخ (البقرة-١٢٩)

হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ কর– যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। (সুরা বাকারা, আয়াত ১২৯)

তাছাড়া কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য উহা শিক্ষার বিকল্প নেই। হাদিস শরিফে কুরআন মাজিদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ)

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারি) কুরআন মাজিদ শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবি (ﷺ) আরো বলেন-

اِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

অর্থাৎ, যার মধ্যে কুরআন মাজিদের কিছু মাত্র নেই, সে উজাড় গৃহের মতো।

আর নামাজে কুরআন মাজিদ পাঠ করা ফরজ বিধায় প্রয়োজন পরিমাণ উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

কুরআন মাজিদ শিক্ষার ফজিলতঃ কুরআন মাজিদ শিক্ষার ফজিলত অনেক। যেমন-

১. হাদিসে বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَ هُوَ مَاهِرٌ بِهٖ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَ هُوَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ)

যে কুরআন মাজিদ পড়ে এবং তাতে সে অভিজ্ঞ, তার হাশর হবে নেককার ওহি লেখক সাহাবিদের সাথে এবং যে শেখার সময় তো-তো করে কষ্ট করে কুরআন মাজিদ পড়ে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।

২. অন্য হাদিসে আছে-

اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَ خَاصَّتُهٗ (رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ اَنَسٍ)

নিশ্চয় মানুষের মধ্য হতে আল্লাহর একদল আহল আছে। বলা হলো, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ) তারা কারা? তিনি বললেন, যারা কুরআনের আহল, তারাই আল্লাহর আহল ও বিশেষ লোক। (আহমদ)

৩. কুরআন মাজিদ শিখলে এবং তা তেলাওয়াত করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। যেমনঃ হাদিস শরিফে আছে-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ـ لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَ لَامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে ১টি হরফ পড়বে, সে ১টি নেকি লাভ করবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আমি বলি না الٓمٓ একটি হরফ। বরং اَلِفٌ (বর্ণটি) একটি হরফ, لَامٌ (বর্ণটি) একটি হরফ এবং مِيْمٌ (বর্ণটি) একটি হরফ।

মোটকথা, কুরআন মাজিদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেক সম্মান এবং ফজিলত কুরআন মাজিদে ও হাদিসে বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলিঃ

১. কুরআন মাজিদ নাজিল হয় কত বছর ধরে?
ক. ২২ খ. ২৩
গ. ২৪ ঘ. ২৫

২. কুরআনকে কুরআন বলার কারণ কী?
ক. মানুষের জন্য সংবিধান হওয়ায় খ. অধিক পরিমাণে পঠিত হওয়ায়
গ. সত্য ও বাস্তব উপদেশ থাকায় ঘ. তাওহিদ ও রেসালাতের আয়াত থাকায়

৩. কুরআন মাজিদ নাজিল হয়েছে মানুষের-
i. হিদায়েতের জন্য ii. সমস্যা নিরসনের জন্য
iii. অন্যায় দূর করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. যে কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেয় সে কেমন?
ক. উত্তম খ. সর্বোত্তম
গ. ভালো ঘ. জান্নাতি

৫. ওহি লেখক সাহাবির সাথে হাশর হবে কার?
ক. বেশি সালাত আদায়কারীর খ. বেশি রোযা পালনকারীর
গ. কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ঘ. বেশি সাদাকাহ দানকারীর

৬. ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন-
i. কুরআনের শিক্ষা
ii. হাদিসের অনুশীলন
iii. সাহাবাগণের অনুসরণ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কুরআন মাজিদ তেলাওতের ফজিলত শুনে আব্দুর রহিম তার ছেলেকে মক্তবে পাঠালো। ছেলে তেলাওয়াত করল- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭. রহিমের ছেলের বিসমিল্লাহ পড়াতে কত নেকি হল?

ক. ১৬০ খ. ১৭০

গ. ১৮০ ঘ. ১৯০

৭. রহিম কর্তৃক তার ছেলেকে মক্তবে পাঠানোর হুকুম কী ছিল?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

রসুলপুর গ্রাম যখন কুসংস্কার, অজ্ঞতায় ছেয়ে যায়, তখন মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক- মাওলানা নেছারুদ্দিনকে পাঠালেন মানুষকে আলোর পথ দেখানোর জন্য। এতে এলাকায় শান্তি ও দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. القرآن শব্দটি কোন ওজনে এসেছে?

খ. কুরআনকে কুরআন বলার কারণ কী?

গ. রসুলপুর গ্রামের অবস্থা কোন যুগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বুঝিয়ে লেখ।

ঘ. মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক সাহেব কর্তৃক নেছারুদ্দিনকে রসুলপুর গ্রামে পাঠানোর যথার্থতা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাজভিদসহ পঠন এবং অর্থসহ মুখস্থকরণ

কুরআন মাজিদ হলো আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এক মহাগ্রন্থ। তাই তার পঠনবিধিও নির্ধারিত। হজরত জিবরাইল (عليه السلام) প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে তাজভিদসহ কুরআন মাজিদ পাঠ করে শোনাতেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাজভিদসহ কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (المزمل-٤) অর্থাৎ আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। (সুরা মুযাম্মিল,৪)

তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা ফরজ। কুরআন মাজিদকে তাজভিদ অনুযায়ী তেলাওয়াত না করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি অশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত করায় পাপ হয়। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে নবি করিম (ﷺ) বলেন:

رُبَّ تَالٍ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ (كذا في الإحياء عن انس)

অর্থাৎ "কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে যাদেরকে কুরআন অভিশাপ দেয়।"

কিয়ামতের ময়দানে তাজভিদসহ কুরআন মাজিদ পাঠকারীর পক্ষে উহা সাক্ষী হবে। আর ভুল পাঠকারীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তাই তাজভিদের জ্ঞান অর্জন করা অতীব জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জাজরি বলেন:

اَلْاَخْذُ بِالتَّجْوِيْدِ حَتْمٌ لَّازِمٌ + مَنْ لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ اٰثِمٌ

"তাজভিদকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক, যে কুরআন মাজিদকে তাজভিদসহ পড়ে না সে পাপী।"

তাই ইলমে তাজভিদের কায়দাগুলো জানা অতীব জরুরি। কুরআন মাজিদকে তাজভিদ অনুযায়ী পড়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক একে অর্থসহ মুখস্থ করাও জরুরি। কেননা, প্রয়োজনমত কুরআন মুখস্থ করা ও তার ব্যাখ্যা জানা ফরজে আইন। অবশ্য, পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা ও সমগ্র কুরআনের ব্যাখ্যা জানা ফরজে কেফায়া। কুরআন মাজিদকে অর্থসহ বুঝা এবং তা নিয়ে গবেষণার তাকিদও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا" (محمد-٢٤)

তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (সুরা মুহাম্মাদ, ২৪)

কুরআন মাজিদ মানব জাতির দিশারী। তাছাড়া দৈনন্দিন ফরজ ইবাদত তথা সালাত আদায়ের জন্য তা শিক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ, সালাতে কেরাত পড়া ফরজ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন- فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ কাজেই তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর।(সুরা মুজ্জামিল: ২০) হাদিস শরিফে আছে- خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয় (বুখারি)।

কুরআন নাজিলের পর নবি করিম (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে উহা মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) কুরআন হতে যা শিক্ষা করতেন তা বাস্তব জীবনে আমল করতেন। কুরআন মাজিদ শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা মুখস্থ করে নেয়ার দিকটাকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া নামাজে যে কেরাত পড়তে হয় তাও মুখস্থই পড়তে হয়। দেখে তেলাওয়াত করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ (رواه الحكيم عن ابى امامة)

যে অন্তর কুরআন মুখস্থ করে ধারণ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন না। মোটকথা, কুরআন মাজিদ শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা মুখস্থ করণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মুখস্থ ও অনুবাদ শিক্ষার নিমিত্তে ১১টি সুরা প্রদত্ত হলো।

১০১. সুরা কারিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত	অনুবাদ
١. اَلْقَارِعَةُ	১. মহাপ্রলয়,
٢. مَا الْقَارِعَةُ	২. মহাপ্রলয় কী?
٣. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ	৩. মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান ?
٤. يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ	৪. সেই দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত
٥. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ	৫. এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত।

অনুবাদ	আয়াত
৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে,	٦. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
৭. সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।	٧. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
৮. কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে	٨. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
৯. তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।	٩. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
১০. তুমি কি জান তা কী?	١٠. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
১১. তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।	١١. نَارٌ حَامِيَةٌ

১০২. সুরা তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছে,	١. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ
২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।	٢. حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
৩. এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে;	٣. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٤. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
৫. সাবধান! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে, (তবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।)	٥. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ
৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই ;	٦. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
৭. অতঃপর, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে,	٧. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
৮. এরপর অবশ্যই সেই দিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।	٨. ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

১০৩. সুরা আসর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. মহাকালের শপথ, ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, ৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় ।	١. وَالْعَصْرِ ٢. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ٣. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

১০৪. সুরা হুমাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে, ২. যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে; ৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; ৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; ৫. তুমি কি জান হুতামা কী ? ৬. এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, ৭. যা হৃদয়কে গ্রাস করবে; ৮. নিশ্চয়ই এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে ৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে ।	١. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ٢. الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ٣. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ٤. كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ٥. وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ٦. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ٧. الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ٨. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ٩. فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

১০৫. সুরা ফিল

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? ৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন, ৪. যারা তাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন।	١. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ٢. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ٣. وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ٤. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ٥. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ

১০৬. সুরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে, ২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের ৩.অতএব, তারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের, ৪.যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।	١. لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ٢. اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ٣. فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ٤. الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

১০৭. সুরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? ২. সে তো সে-ই, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাঁড়িয়ে দেয় ৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। ৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, ৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।	١. اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ٢. فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ٣. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ٤. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ٥. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٦. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ٧. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

১০৮. সুরা কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি। ২. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর। ৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।	١. اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ٢. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٣. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

১০৯. সুরা কাফিরুন

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. বলুন, হে কাফেররা! ২. আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর ৩. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি, ৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসতেছ। ৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। ৬. তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।	١. قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ٢. لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ٣. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ٤. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ٥. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ٦. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

১১০. সুরা নাছর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। ২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে। ৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো তওবা কবুলকারী।	١. اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ٢. وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ٣. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

১১১. সুরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।	١. تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ
২. তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।	٢. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ
৩. অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে	٣. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
৪. এবং তার স্ত্রীও– যে ইন্ধন বহন করে,	٤. وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
৫. তার গলদেশে পাকানো রজ্জু।	٥. فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

তৃতীয় অধ্যায়

আল কুরআন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমান

১ম পাঠ

আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। তাই তাঁকে রব এবং ইলাহ হিসেবে মান্য করা এবং তার প্রতি ইমান আনা সকল জিন ও ইনসানের উপর অবশ্য কর্তব্য। তাঁর জাত ও সিফাত এর উপর বিশ্বাস রাখার গুরুত্ব, বিশেষ করে তাঁর একত্ববাদের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
٢٥٥ ـ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ .	২৫৫. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্ত্বার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছু তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। (সুরা বাকারা, ২৫৫)

অনুবাদ	আয়াত
১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আলে ইমরান, ১৮)	شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اللّٰهُ : সৃষ্টিকর্তার জাত নাম। কারো কারো মতে, শব্দটি الإله থেকে উদ্ভুত। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো এটি مشتق নয়, বরং علم

إِلٰهٌ : শব্দটি فعال ওজনে صفة مشبهة - মাসদার الألوهية অর্থ প্রভু বা ইবাদতের হকদার তথা মাবুদ।

اَلْحَيُّ : চিরঞ্জীব; القيوم - চিরস্থায়ী।

لَا تَأْخُذُ : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ ধরে না, গ্রহণ করে না।

يَشْفَعُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الشفاعة মাদ্দাহ ش+ف+ع জিনস صحيح অর্থ সে সুপারিশ করবে।

يَعْلَمُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ জানে বা জানবে।

خَلْفَهُم : তাদের পিছনে।

لَا يُحِيْطُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحاطة মাদ্দাহ ح+و+ط জিনস أجوف واوي অর্থ তারা বেষ্টন করতে পারে না।

شَاءَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার المشيئة মাদ্দাহ ش+ي+ء জিনস مركب অর্থ সে চায়

وَسِعَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার الوسع/السعة মাদ্দাহ ع+س+و জিনস مثال واوي অর্থ ব্যাপৃত হয়েছে।

كُرْسِيُّهُ : তার চেয়ার বা সিংহাসন। كرسي শব্দটি একবচন, বহুবচনে كراسي কুরসি আল্লাহ তাআলার একটি বিরাট সৃষ্টি, যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

اَلسَّمٰوٰتُ : বহুবচন, একবচনে السماء অর্থ আকাশ।

لَا يَؤُدُهُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الأود মাদ্দাহ أ و د+ জিনস مركب অর্থ ক্লান্ত করে না।

اَلْمَلٰٓئِكَةُ : শব্দটি الملك শব্দের جمع مكسر অর্থ ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নূরের তৈরী জীব বিশেষ, যারা সর্বদা তার নির্দেশ পালনে ব্যস্ত।

اَلْقِسْطِ : ন্যায়পরায়ণতা, এটা বাবে ضرب এর মাসদার।

তারকিব:

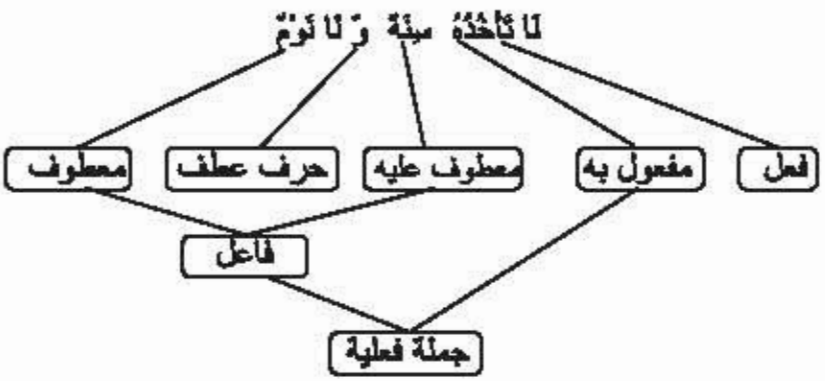

মূল বক্তব্য:

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, সৃষ্টি জগতে তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সবকিছুর জ্ঞান তাঁর করায়ত্তে। তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন। তার কুরসি আসমান ও জমিন ব্যাপি রয়েছে। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদের স্বাক্ষীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ফজিলত:

সুরা আল-বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতকে বলা হয় আয়াতুল কুরসি। আয়াতুল কুরসির অনেক ফজিলত আছে। নাসায়ি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন, যে লোক প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অন্তরায় থাকে না। অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের আরাম উপভোগ করতে শুরু করবে।

টীকাঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - এর ব্যাখ্যাঃ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের অবস্থা জানেন। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে- কোনো কোনো বিষয় মানুষের জ্ঞানের সামনে আছে। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। সমস্ত বিষয়ের উপরই তার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যাঃ

কিয়ামতের ময়দানে যখন প্রত্যেকে আপন আপন চিন্তায় অস্থির হয়ে যাবে। এমনকি লোকেরা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখে পলায়ন করতে থাকবে। সেদিন অপরাধীদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ করতে পারবেন। রসুল (ﷺ) বলেছেন, হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। হাদিস শরিফে আছে, কিয়ামতে সুপারিশ করবেন নবিগণ, আলেমগণ অতঃপর শহিদগণ। (মেশকাত)

ইমানের পরিচয়ঃ

إيمان শব্দটি বাবে إفعال এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস করা। পরিভাষায় ইমান বলা হয়- নবি করিম (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি অন্তরের বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকৃতিকে। আর তা কাজে পরিণত করা হলো ইমানের পূর্ণতা।

ইমানের মৌলিক শাখা ৭টি। যথা-

(১) আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস (২) ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

(৩) আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (৪) নবি-রসুলদের প্রতি বিশ্বাস

(৫) আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস (৬) তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস এবং

(৭) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস।

আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এর অপর নাম তাওহিদ।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দিকসমূহঃ

১. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ, বলুন, 'তিনিই আল্লাহ, এক–অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا অর্থাৎ, যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। (সুরা আম্বিয়া, ২২)

২. আল্লাহ তাআলা **শরিকমুক্ত**। অর্থাৎ,তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সত্ত্বাগত, সিফাতগত এবং কর্মগত সকল দিক থেকে লা-শরিক। অর্থাৎ, তিনি জাতগতভাবে এক ও একক। অনুরূপ তার গুণেও কারো অংশ নেই। অংশীদার নেই তার কর্মেরও। যেমনঃ তিনি আল কুরআনে বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন- لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ ـ الخ তাঁর কোন শরিক নাই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

৩. তাঁর কোনো তুলনা নেই। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ,কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো আল্লাহ নিরাকার অর্থাৎ, মানুষের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর আকার স্থাপন করা অসম্ভব। আল্লাহর যদি আকার থাকত, তাহলে তিনি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের দিকে মুখাপেক্ষী হতেন। অথচ আল্লাহ বলেন, اللّٰهُ الصَّمَدُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী।

৪. আল্লাহ আদি এবং অন্ত। অর্থাৎ তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না এবং সব কিছু যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখনো তিনি থাকবেন। যেমনঃ আল্লাহর ঘোষণা- هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব কিছুই নশ্বর। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।

৫. আল্লাহ যখন যা ইচ্ছা করতে পারেন। যেমন আল্লাহ বলেন- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

আয়াতের শিক্ষা:

১. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।
২. তিনি চিরঞ্জীব ও অসীম ক্ষমতাবান।
৩. আসমান জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি।
৪. যে কোনো অবস্থার জ্ঞান তার কাছে আছে।
৫. আসমান জমিনের কোনো কিছুই তার কর্তৃত্বের বাহিরে নয়।
৬. আল্লাহ সুমহান ও শ্রেষ্ঠ।
৭. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ফেরেশতা ও আলেমগণ সাক্ষ্য দেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. شَـاءَ শব্দের মূল অক্ষর কী?

ক. ء + ي + ش
খ. ي + ء + ش
গ. ء + و + ش
ঘ. و + ء + ش

২. إيمان কোন বাবের মাসদার?

ক. تـفـعـيـل
খ. ضـرب
গ. مـفـاعـلـة
ঘ. إفـعـال

৩. কিয়ামতে সুপারিশ করবেন কারা?

ক. রাজাগণ
খ. ধনীগণ
গ. আলেমগণ
ঘ. জাহেলগণ

৪. ইসলামি আকিদার মূলভিত্তি-

i) ৫টি
ii) ৬টি
iii) ৭টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

৫. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী হওয়ার প্রমাণ-

i) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ii) لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

iii) سُبْحَانَ اللّٰهُ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

জহির ও রায়হান দু'বন্ধু। তারা একদা ইমান সম্পর্কে আলোচনা করছিল। জহির বলল, ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস। রায়হান বলল, আল্লাহ তাআলাকে এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাই ইমান।

ক. إله শব্দের অর্থ কী?

খ. إيمان কাকে বলে?

গ. জহিরের কথার পক্ষে দলিল উপস্থাপন কর।

ঘ. রায়হানের কথাকে তোমার পাঠ্যপুস্তক এর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২য় পাঠ
নবি ও রসুলদের প্রতি বিশ্বাস

নবি-রসুলগণ এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত প্রতিনিধি। তাদের আনুগত্য করা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের নামান্তর। তাইতো নবি-রসুলদের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম রোকন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
২৮৫. রাসুল, তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসুলগণে ইমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না', আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।' (সুরা বাকারা, ২৮৫)	(٢٨٥) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
৮৪. বলুন, আমরা আল্লাহর উপর এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা প্রদান করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (সুরা আলে ইমরান, ৮৪)	(٨٤) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اٰمَنَ : ছিগাহ ماضي مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ সে ইমান আনল।

الرَّسُوْلُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে الرسل অর্থ (আল্লাহ কর্তৃক) প্রেরিত পুরুষ।

اُنْزِلَ : ছিগাহ ماضي مثبت مجهول বাহাছ واحد مذكر غائب বাব إفعال মাসদার الإنزال মাদ্দাহ ن + ز + ل জিনস صحيح অর্থ নাজিল করা হয়েছে।

اَلْمُؤْمِنُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ মুমিনগণ।

اَلْمَلَائِكَةُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে ملك অর্থ ফেরেশতাগণ।

كُتُبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে كتاب অর্থ লিখিত পুস্তক। এখানে কিতাব দ্বারা আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য।

لَا نُفَرِّقُ : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع منفي معروف বাব تفعيل মাসদার التفريق মাদ্দাহ ف + ر + ق জিনস صحيحঅর্থ আমরা পার্থক্য করি না।

قَالُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস أجوف واوي অর্থ তারা বলে।

سَمِعْنَا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার السمع মাদ্দাহ س + م + ع জিনস صحيحঅর্থ আমরা শুনেছি।

اَطَعْنَا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ ط + و + ع জিনস أجوف واوي অর্থ আমরা আনুগত্য পোষণ করেছি।

الْاَسْبَاط : বহুবচন, একবচনে سبط অর্থ বংশধর।

اُوْتِيَ : ছিগাহ ماضي مثبت مجهول বাহাছ واحد مذكر غائب বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ أ + ت + ي জিনস مركب অর্থ তাকে প্রদান করা হয়েছে।

مُسْلِمُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسلام মাদ্দাহ س + ل + م

জিন্স صحيح অর্থ মুসলিমগণ।

তারকিব:

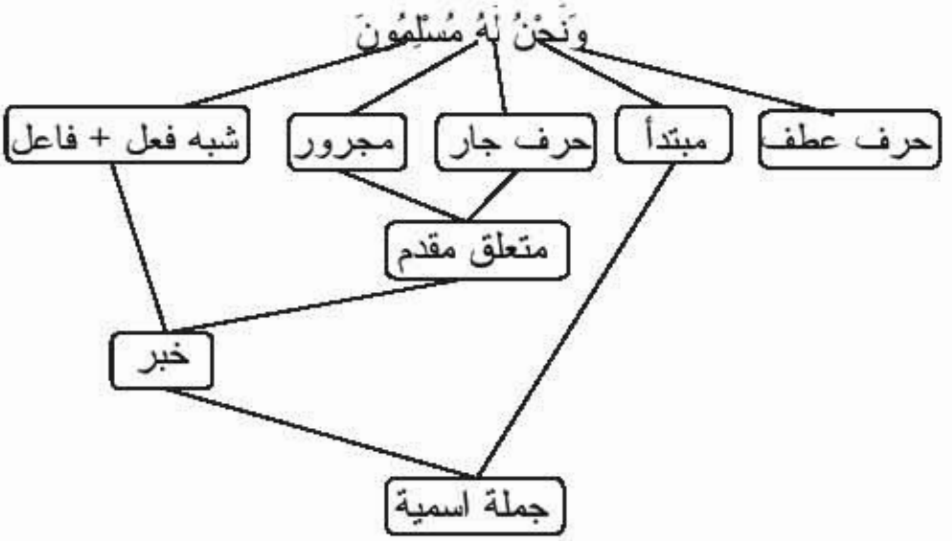

মূল বক্তব্য:

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সকল নবি রসুলকে সমান মূল্যায়ন করা। ইহুদিরা শুধু বনি ইসরাইলের নবিদের প্রতি ইমান আনে, আর ইসা (عليه السلام) কে অস্বীকার করে। আর খ্রিস্টানরা মুহাম্মদ (ﷺ) এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদি কোনো নবির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে না। বরং তারা সকলের প্রতি বিশ্বাস করে।

টীকা:

نَبِيٌّ ও رَسُوْل এর পরিচয় : نَبِيٌّ শব্দটি نباء থেকে গৃহীত, যার অর্থ সংবাদদাতা। পরিভাষায়- আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নবি বলে। আর رَسُوْل শব্দটি رسالة থেকে এসেছে। অর্থ দূত, প্রেরিত পুরুষ। পরিভাষায়- যাকে মানুষের কাছে নতুন শরিয়ত বা কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাকে رَسُوْل বলে।

رَسُوْل ও نَبِيٌّ শব্দ দুটি প্রায় কাছাকাছি অর্থবিশিষ্ট। তবে পার্থক্য একটুকু যে, যিনি رَسُوْل তাকে নতুন কিতাব বা শরিয়ত দেওয়া হয়েছে। আর নবিকে তা দেওয়া হয়নি, বরং তিনি পূর্ববর্তী রসুলের শরিয়ত অনুযায়ী দীন প্রচার করেন।

নবি-রসুলদের সংখ্যাঃ

নবি-রসুলদের সংখ্যা সম্পর্কে মুসনাদে আহমদে হাদিস এসেছে-

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ وَفَاءَ عِدَّةِ الْاَنْبِيَاءِ ـ قَالَ مِاَةُ اَلْفٍ وَّ اَرْبَعَةٌ وَّ عِشْرُوْنَ اَلْفًا ـ اَلرُّسُوْلُ مِنْ ذٰلِكَ ثَلَاثُ مِاَةٍ وَّ خَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

হজরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! (ﷺ) নবিদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে রসুল হলেন ৩১৫ জন। (আহমদ)

এঁদের মধ্যে প্রথম নবি ও রসুল হজরত আদম আ., আর সর্বশেষ নবি ও রসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)।

যে সমস্ত নবি-রসুলদের নাম কুরআন মাজিদে আছেঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا [سُوْرَةُ النِّسَآء- ١٦٤]

অর্থাৎ, অনেক রসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলেছি এবং অনেক রসুল, যাদের কথা তোমাকে বলি নাই এবং মুসার সাথে আল্লাহ্ বাক্যালাপ করেছিলেন।

সুতরাং বুঝা গেল, সকল নবির নাম জানা সম্ভব নয়। তবে আল কুরআনে ২৫ জন নবির নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা হলেনঃ (১) হজরত আদম (আঃ) (২) নুহ (আঃ) (৩) ইব্রাহিম (আঃ) (৪) ইসমাইল (আঃ) (৫) ইসহাক (আঃ) (৬) ইয়াকুব (আঃ) (৭) দাউদ (আঃ) (৮) সুলাইমান (আঃ) (৯) আইয়ুব (আঃ) (১০) ইউসুফ (আঃ) (১১) মুসা (আঃ) (১২) হারুন (আঃ) (১৩) জাকারিয়া (আঃ) (১৪) ইয়াহইয়াহ (আঃ) (১৫) ইদ্রিস (আঃ) (১৬) ইউনুস (আঃ) (১৭) হুদ (আঃ) (১৮) শুয়াইব (আঃ) (১৯) ছালেহ (আঃ) (২০) লূৎ (আঃ) (২১) ইলিয়াস (আঃ) (২২) আলইসায়া (আঃ) (২৩) জুলকিফল (আঃ) (২৪) ইসা (আঃ) (২৫) হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এঁদের মধ্যে নুহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), মুসা (আঃ), ইসা (আঃ) ও হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে أُولُوا الْعَزْمِ পয়গম্বর বলা হয়। কেননা, তারা দীন প্রচারে বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন।

নবি-রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপঃ

নবি-রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ হলো, যাদের নাম এবং তাদের উপর নাজিলকৃত কিতাবের নাম জানা যায় তাদের ব্যাপারে তাদের কর্মসহ বিস্তারিত বিশ্বাস করতে হবে। আর যাদের নাম জানা যায় না তাদের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে যাকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন তাঁরা সবাই সত্য এবং তারা সকলে সঠিকভাবে দীন প্রচার করেছেন।

وَالْأَسْبَاطِ - এর ব্যাখ্যাঃ

কুরআন মাজিদে হজরত ইয়াকুব (عليه السلام)- এর বংশধরকে أَسْبَاط শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এটা سِبْط শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গোত্র বা দল। তাদেরকে أَسْبَاط বলার কারণ এই যে, হজরত ইয়াকুব (عليه السلام)- এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল ১২ জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা একটি করে গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা তার বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হজরত ইউসুফ (عليه السلام) এর কাছে মিশরে যান, তখন তার সন্তান ছিল ১২ জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবেলার পর মুসা (عليه السلام) যখন মিশর থেকে বনি ইসরাইলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তার সাথে ইয়াকুব (عليه السلام)- এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি করে গোত্র ছিল। তার বংশে আল্লাহ তাআলা আরো একটি বরকত দান করেছেন এই যে, অধিকাংশ নবি ও রসুল ইয়াকুব (عليه السلام) এর বংশে এসেছেন।

لَا نُفَرِّقُ - এর ব্যাখ্যাঃ

আমরা নবিদের মাঝে পার্থক্য করি না। এর অর্থ এই নয় যে, কোনো নবিকে অন্য নবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না। বরং এর অর্থ হলো কোনো নবিকে বিশ্বাস করা আর কাউকে বিশ্বাস না করা। যেমনটা আহলে কিতাবের অভ্যাস ছিল। কেননা, تَفْرِيْق ও تَفْضِيْل তথা পৃথক করা ও প্রাধান্য দেওয়া এক নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
এই রাসুলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সুরা বাকারা, ২৫৩)

হাদিস শরিফে আছে-

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِيْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ

وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ)

আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সর্দার হব। তবে অহংকার করি না। আমার হাতে প্রশংসার পতাকা থাকবে। তবে অহংকার করি না। আদমসহ সকল নবি সেদিন আমার পতাকার নীচে থাকবে। আর আমাকে প্রথম জমিন ভেদ করে ওঠানো হবে। তবে অহংকার করি না। (তিরমিজি)

নবি ও রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের দিকসমূহ:

১. প্রথম নবি ও রসুল হজরত আদম (عليه السلام)।

২. শেষ নবি ও রসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)।

৩. পাঁচজন নবিকে أُولُوا الْعَزْمِ নবি বলা হয়। তারা হলেন নুহ (عليه السلام), ইব্রাহিম (عليه السلام), মুসা (عليه السلام), ইসা (عليه السلام) এবং মুহাম্মদ (ﷺ)।

৪. মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন خَاتَمُ النَّبِيِّينَ তথা সর্বশেষ নবি। মুহাম্মদ (ﷺ) কে শেষ নবি হিসেবে না মেনে কেউ যদি নিজে নবি দাবি করে বা তাঁর পরে আরো নবি আসবে বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে নিশ্চিত কাফের হিসেবে গণ্য হবে। তাই মহানবি (ﷺ) এর পরে যুগে যুগে যেই নবি দাবি করেছে বা করবে তারা সবাই, তাদের অনুসারীসহ কাফের।

৫. পূর্ববর্তী নবিদের শরিয়তে যেসব বিষয় বৈধ ছিল সেগুলো যদি শরিয়তে মুহাম্মদির সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে তাও আমলযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

৬. নবি-রসুলগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। এর মধ্যে রসুলদের সংখ্যা ৩১৩ জন।

৭. নবি ও রসুলগণ মাছুম বা গুনাহমুক্ত ও ভুলের উর্ধ্বে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. নবি ও রসুলদের প্রতি বিশ্বাস এবং তাদের উপর অবতীর্ণ ওহির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের মৌলিক অংশ।

২. তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা জরুরি।

৩. নবি-রসুলদের মাঝে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না।

৪. ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

৫. সকল মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

৬. ইয়াকুব (عليه السلام) এর সবিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. নবি রসুলদের প্রতি ইমান আনার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

২. اَلْمُؤْمِنُوْنَ এর بحث কী?

ক. اسم فاعل খ. اسم مفعول
গ. اسم ظرف ঘ. اسم آلة

৩. মুহাম্মদ (ﷺ) ছিলেন -

i) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ii) সর্বশেষ নবি
iii) উলুল আজম নবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. প্রথম নবি কে?

ক. হজরত আদম (عليه السلام) খ. হজরত নুহ (عليه السلام)
গ. হজরত ইসা (عليه السلام) ঘ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)

২. الأسباط এর একবচন কী?

ক. السبوط খ. السبط
গ. سبط ঘ. سبوط

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

কুরআন শিক্ষক ক্লাসে নবি ও রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, সকল নবির প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। একজন ছাত্র বলল, হুজুর কাদিয়ানিরা বলে, গোলাম আহমদ নবি ছিলেন। তবে কি তাকেও বিশ্বাস করতে হবে? হুজুর বললেন: সে তো কাফের।

ক. نبي অর্থ কী?

খ. رسول কাকে বলে?

গ. কুরআন শিক্ষকের প্রথম কথার সাথে কুরআনের মিল দেখাও।

ঘ. হুজুরের মন্তব্য "সে তো কাফের"- এর ব্যাপারে তোমার মতামত লিখ।

৩য় পাঠ

পরকালের প্রতি বিশ্বাস

পরীক্ষা দিলে যেমন ফলাফল পাওয়া যায়, তদ্রূপ এ দুনিয়ার সকল কাজের প্রতিদানও একদিন পাওয়া যাবে। সে দিনকে পরকাল বা আখেরাত বলে। সে দিন সকল কাজের পুরস্কার দেওয়া হবে। ভালো হলে জান্নাত আর খারাপ হলে জাহান্নাম। যেমন এরশাদে বারি তাআলা -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
٤- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.	৪. এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাতে যারা ঈমান আনে ও আখেরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। (সুরা বাকারা, ৪)
١٨- وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ.	১৮. তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। জালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই। (সুরা গাফের, ১৮)
٩- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.	৯. স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য। (সুরা তাগাবুন, ৯)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يُؤْمِنُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ ن + م + أ জিনস مهموز فاء অর্থ তারা বিশ্বাস করছে বা করবে।

أُنْزِلَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإنزال মাদ্দাহ ن + ز + ل জিনস صحيح অর্থ নাজিল করা হয়েছে।

يُوْقِنُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيقان মাদ্দাহ ن + ق + ي জিনস مثال يائي অর্থ তারা একিন/বিশ্বাস করবে।

اَنْذِرْهُمْ : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإنذار মাদ্দাহ ن + ذ + ر জিনস صحيح অর্থ আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন।

قُلُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে قلب মাদ্দাহ ب + ل + ق জিনস صحيح অর্থ অন্তরসমূহ।

اَلْحَنَاجِرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে حنجرة অর্থ কণ্ঠনালীসমূহ।

كَاظِمِيْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الكظم মাদ্দাহ م + ظ + ك জিনস صحيح অর্থ দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা, রাগ হজমকারী।

لِلظَّالِمِيْنَ : এখানে ل শব্দটি حرف جار ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ م + ل + ظ জিনস صحيح অর্থ জালিমগণ, অত্যাচারীগণ।

حَمِيْمٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَحِمَّاء অর্থ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

يُطَاعُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ ط + و+ ع জিনস أجوف واوي অর্থ যার আনুগত্য করা যায়।

يَجْمَعُكُمْ : এখানে দু'টি শব্দ রয়েছে (يجمع + كم) كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد ج + م + ع মাদ্দাহ الجمع মাসদার فتح বাব مضارع مثبت معروف বাহাছ مذكر غائب জিনস صحيح অর্থ তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন।

يَوْمٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে أيام অর্থ দিন।

التَّغَابُنُ : বাবে تفاعل এর মাসদার, মাদ্দাহ غ + ب + ن অর্থ ধোঁকা দেওয়া, হার-জিত।

يُكَفِّرُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التكفير মাদ্দাহ ك + ف+ ر জিনস صحيح অর্থ তিনি মিটিয়ে দিবেন।

يُدْخِلْهُ : ه অক্ষরটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإدخال মাদ্দাহ د + خ + ل জিনস صحيح অর্থ তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন।

جَنَّاتٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন جنة মাদ্দাহ ج + ن + ن জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ: বাগানসমূহ, উদ্যানসমূহ।

تَجْرِيْ : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الجريان মাদ্দাহ ي + ر + ج জিনস ناقص يائي অর্থ প্রবাহিত হবে।

العَظِيْمُ : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার العظمة মাদ্দাহ ع + ظ + م জিনস صحيح অর্থ মহান, বিশাল।

তারকিবঃ

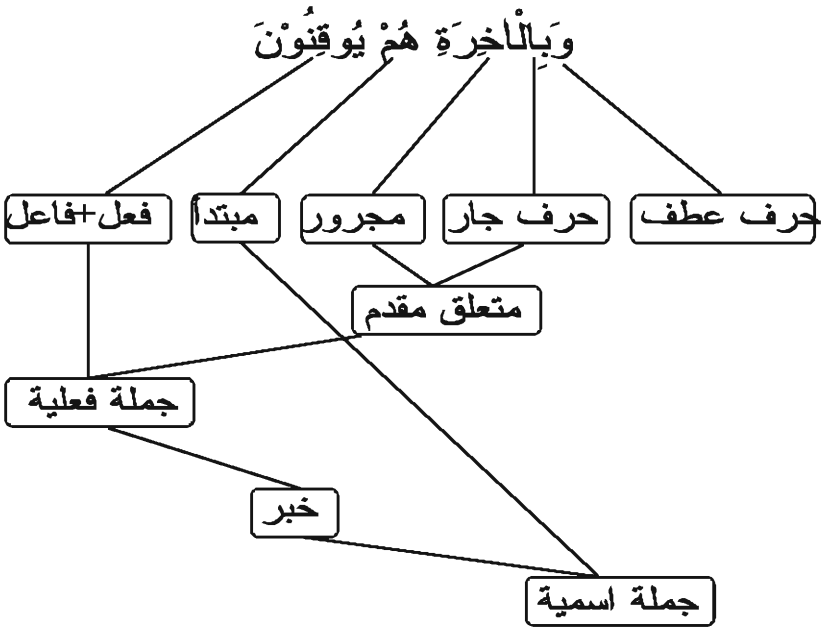

মূল বক্তব্যঃ

প্রথমোক্ত আয়াতে মুমিন মুত্তাকিদের গুণাবলি থেকে কিছু গুণ বিশেষতঃ পরকালের প্রতি বিশ্বাসকে উল্লেখ করা হয়েছে। ২য় আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে পাপীদের কোনো ঠাঁই হবে না এবং তারা কোনো প্রকার সুপারিশ পাবে না। ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যা একজন বান্দার চূড়ান্ত সফলতা।

পরকালের পরিচয়ঃ

দুনিয়ার জীবনের পর যে অনন্তকালের জীবন শুরু হবে উহাই পরকাল। একে আরবিতে آخرة বলে। আখেরাতে বিশ্বাস রাখা ফরজ এবং ইমানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

পরকালীন বিশ্বাসের দিকসমুহঃ

যেহেতু পরকাল মুমিনের চূড়ান্ত গন্তব্য, সেহেতু সে সম্পর্কে রয়েছে অনেকগুলো বিশ্বাসের দিক। যেমনঃ কবর, কিয়ামত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, সিরাত, মিজান, হাউজে কাওছার, আমলনামা, শাফায়াত ইত্যাদি।

পরকালীন বিশ্বাসসমূহের মূলভিত্তিঃ

পরকালীন উক্ত বিষয়সমূহের মুলভিত্তি হলো بعث বা পুনরুত্থান। মুলত অধিকাংশ মানুষ পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসে ঘাটতি থাকার কারণে আমলে আগ্রহী হয় না। কারণ স্বাভাবিকভাবেই মানুষ মরণের পর মাটি হয়ে যায়, যা তার প্রথম ঘাঁটি। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ... الخ

অর্থাৎ, হে মানুষ, পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও, তবে অবধান কর– আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। (হজ্জ: ৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ অতঃপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে। অন্য আয়াতে আছে, كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। (সুরা আম্বিয়া, ১০৪)

আখেরাতের একটি বড় মাকাম হলো হাশর। হাশর মানে একত্রিত করা। কিয়ামতের পর বিচারের জন্য ময়দানে মাহশারে সকলকে একত্রিত করাকে হাশর বলে। হাশরের ময়দান বলতে বিচারের জন্য মানুষকে যে প্রান্তরে জমা করা হবে তা বোঝায়। সেদিন খুব ভয়াবহ দিন হবে। কেউ কারো পরিচয় দিবে না। যেমন আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ. وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ. (سورة عبس)

সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে এবং তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا (سورة المعارج: ١٠) এবং সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না।

হাদিস পাকে আছে, নবি করিম (ﷺ) বলেন: কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) ৩ স্থানে কেউ কাউকে মনে করবে না। (১) মিজানের নিকট, যতক্ষণ না জানতে পারবে যে তার নেকিরপাল্লা হালকা হবে না ভারী হবে। (২) আমলনামা দেওয়ার সময়, যতক্ষণ না সে জানবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে আসবে নাকি পিছন দিয়ে বাম হাতে আসবে এবং (৩) পুলসিরাতের নিকট। (আবু দাউদ)

আখেরাত বিশ্বাসের গুরুত্বঃ

আখেরাত বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের ৭টি মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম ১টি। এমনকি প্রধান ৩টি মূলনীতির মধ্যে আখেরাত ১টি। তাই ইমানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, যদি আখেরাত না থাকতো, তবে কেউ আল্লাহর ইবাদত করতো না। আখেরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে এই ভয়েই অনেকে ভালো কাজ করে থাকে। তাই আখেরাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

وَلَا شَفِيْعٌ يُّطَاعُ এর ব্যাখ্যা:

আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিনে কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। মূলত যারা দুনিয়াতে কাফের এবং পাপের সাগরে ডুবেছিল তাদের জন্যে পরকালে কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। তবে, মুমিনদের জন্যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে ও নির্দেশে মুহাম্মদ (ﷺ) সহ অন্যান্য নবিগণ, আলেমগণ এবং শহিদগণ সুপারিশ করবেন। যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ, কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? এর দ্বারা বুঝা যায়, সুপারিশকারী থাকবেন। তবে আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া তা বাস্তবায়ন হবে না। হাদিস শরিফে আছে- : يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ اَلْاَنْبِيَآءُ ثُمَّ الْعُلَمَآءُ ثُمَّ الشُّهَدَآءُ কিয়ামতে সুপারিশ করবেন তিন শ্রেণির লোকজন। তথা নবিগণ, আলেমগণ এবং শহিদগণ। (মেশকাত)

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ এর ব্যাখ্যা:

হাশরের দিবসের বিভিন্ন নাম রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো يَوْمُ الْجَمْعِ এবং আরেকটি হলো يَوْمُ التَّغَابُنِ বা লোকসানের দিবস। تَغَابُن শব্দটি غَبْن থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غَبْن বলা হয়।

আল্লামা রাগেব ইসফাহানি মুফরাদাতুল কুরআনে বলেন, আর্থিক লোকসান বুঝানোর জন্য এ শব্দটি مجهول এর ছিগাহ দিয়ে ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান বুঝানোর জন্য باب سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। تَغَابُن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে।

রসুল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তির কাছে কারও কোনো পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হওয়া। নতুবা কিয়ামতের দিন যখন দিনার ও দিরহাম থাকবে না। কারও কোনো দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। (মাজহারি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. পরকালের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা।
২. পরকালের প্রতি বিশ্বাস মুমিন মুত্তাকিদের অন্যতম গুণ।
৩. পরকালে কাফেরদের জন্য কোনো সুপারিশকারী থাকবে না।
৪. কিয়ামতের চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ।
৫. শুধু বিশ্বাস পূর্ণ ইমান নয়, বরং বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম অপরিহার্য।
৬. পরকালের প্রতি বিশ্বাসীরা জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হবে।
৭. জান্নাতের সুখ চিরস্থায়ী।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. পরকালকে আরবিতে কী বলে?

ক. حشر খ. قيامة

গ. ساعة ঘ. اخرة

২. جَنَّات এর একবচন কী?

ক. جن খ. جنة

গ. جنون ঘ. جانة

৩. পরকালে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত-

i) কিয়ামতের বিশ্বাস ii) হাশরে বিশ্বাস

iii) শাফায়াতে বিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. ইমানের প্রধান মৌলিক বিষয় কয়টি?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৭টি

৫. يُوْقِنُوْنَ এর মাদ্দাহ কী?

ক. وقن খ. يقن

গ. قنو ঘ. قنن

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

এক নাস্তিকের সাথে আব্দুর রহিমের বিতর্ক হলো। নাস্তিক পরকাল মানে না। সে বলে, এটা সম্ভব নয়। মানুষ মরে গেলে, পঁচে গেলে তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আব্দুর রহিম বলল, যে আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম, সে আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টিতে আরো বেশি সক্ষম।

ক. হাশর মানে কী?

খ. পরকাল বলতে কী বুঝায়?

গ. আ. রহিমের যুক্তির সাথে কুরআনের মিল দেখাও।

ঘ. নাস্তিকের কথার খণ্ডনে তোমার মতামত উল্লেখ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তাহারাত
প্রথম পাঠ
অজু ও তায়াম্মুম এর বিধান

ইসলাম একটি পবিত্র ধর্ম। এ ধর্মে পবিত্রতার গুরুত্ব অধিক। এ জন্যে ইসলামে ইবাদতের পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের পূর্বে অজু করা ফরজ করা হয়েছে এবং অপারগতায় তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুইসহ ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা টাখনুসহ ধৌত করবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হও। তোমরা যদি পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সুরা মায়েদা, ৬)	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ [المائدة:٦]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اٰمَنُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ-তারা বিশ্বাস করেছে।

قُمْتُمْ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা দাঁড়ালে।

فَاغْسِلُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الغسل মাদ্দাহ غ+س+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ধৌত কর।

وُجُوْهَكُمْ : তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহ, وجه - এর বহুবচন وجوه

اَلْمَرَافِقُ : مِرْفَقٌ এর বহুবচন, অর্থ : কনুইসমূহ।

اِمْسَحُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব فتح মাসদার المسح মাদ্দাহ م+س+ح জিনস صحيح অর্থ-তোমরা মাসেহ কর।

جُنُبًا : নাপাক ব্যক্তি।

فَاطَّهَّرُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افعل মাসদার اطهر মাদ্দাহ ط+ه+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ভালোভাবে পবিত্রতা লাভ কর।

مَرْضٰى : বহুবচন, একবচনে مريض অর্থ- অসুস্থ, রোগী।

جَاءَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المجيئة মাদ্দাহ ج+ي+ء জিনস اجوف يائي ও مهموز لام অর্থ সে আসল।

اَلْغَائِطُ : পায়খানা। এর আসল অর্থ প্রশস্ত নিচু ময়দান। বহুবচনে غياط

لٰمَسْتُمْ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার الملامسة মাদ্দাহ ل+م+س জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পরস্পরকে স্পর্শ করেছো।

لَمْ تَجِدُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব ضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و+ج+د জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা পাওনি।

تَيَمَّمُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার تيمم মাদ্দাহ ي+م+م জিনস مثال يائي/مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা তায়াম্মুম করো।

صَعِيْدًا : ভূপৃষ্ঠ, মাটি। একবচন, বহুবচনে صعدان/صعد

يُرِيْدُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افعال মাসদার الإرادة মাদ্দাহ ر+و+د জিনস اجوف واوي অর্থ- সে চায়।

لِيُطَهِّرَ : এখানে ل টি لام كي ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার تطهير মাদ্দাহ ط+ه+ر জিনস صحيح অর্থ- তিনি পবিত্র করবেন।

لِيُتِمَّ : এখানেও ل টি لام كي ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افعال মাসদার الإتمام মাদ্দাহ ت+م+م জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি পূর্ণ করবেন।

تَشْكُرُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الشكر মাদ্দাহ ش+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

তারকিব:

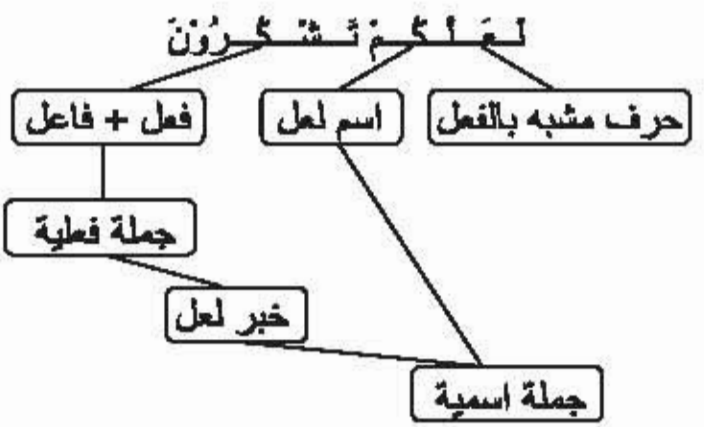

শানে নুজুলঃ

হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ৫ম হিজরিতে বনি মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় গভীর রাত হওয়ায় মদিনায় প্রবেশের পথে মরুভূমিতে তাবু টাঙানো হয়। রাতের শেষ প্রহরে হাজত সারতে গিয়ে আমার গলার হারটি হারিয়ে যায়। লোকেরা হার তালাশ করতে গেলে নবি করিম (সাঃ) আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে ভোর হয়ে যাওয়ায় এবং সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে অজুর পানি না থাকায় সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে পড়লেন। তারা আমার পিতা আবু বকরের নিকট অভিযোগ করলেন যে, আপনার কন্যা আয়েশার কারণে হয়ত ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আবু বকর (রাঃ) এসে আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি একটা হারের জন্য মানুষদেরকে আটকিয়ে রেখেছ। অতঃপর নবি করিম (সাঃ) যখন জাগ্রত হলেন তখন সকাল হয়ে গেছে। তখন পানি তালাশ করা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। সে সময় তায়াম্মুমের বিধানসহ এ আয়াতটি নাজিল হয়। এ আয়াত শুনে উসাইদ ইবনে হুজাইর রা. বললেন, হে আবু বকরের পরিবার! তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বরকত রেখেছেন। (আসবাবুন নুজুল/ বুখারি)

টীকাঃ

اَلْوُضُوْءُ- এর পরিচয়ঃ

اَلْوُضُوْءُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা। পরিভাষায়- পানি দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ ধৌত করা এবং একটি অঙ্গ মাসেহ করাকে অজু বলা হয়।

অজুর ফরজসমূহ : অজুর ফরজ ৪টি। যথা-

১। সমস্ত মুখ ধৌত করা।
২। দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা।
৩। মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা।
৪। দুই পা টাখনুসহ ধৌত করা।

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ : অজু ভঙ্গের কারণ ৭টি। যথা-

১। পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।
২। মুখ ভরে বমি করা।
৩। শরীরের কোনো জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
৪। থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।
৫। চিৎ বা কাত হয়ে ঘুমানো।
৬। পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া।
৭। নামাজে উচ্চস্বরে হাসা।

যে সমস্ত কাজে অজু প্রয়োজনঃ

১। সালাত আদায় করতে।

২। কাবা শরিফ তাওয়াফ করতে।

৩। কুরআন মাজিদ স্পর্শ করতে।

حُكْمُ الْوُضُوْءِ: অজুর হুকুম ২ প্রকার। যথাঃ

১। **ফরজ :** অর্থাৎ, যে কোনো নামাজ, তেলাওতে সাজদাহ, সাজদায়ে শুকুর, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অজু করা ফরজ।

২। **মুস্তাহাবঃ** উপরোক্ত কাজসমূহ ব্যতীত বাকি যে সমস্ত কাজ রয়েছে যেমনঃ জিকির, তেলাওয়াত, দোআ ইত্যাদির জন্য অজু করা মুস্তাহাব।

অজু করার পদ্ধতিঃ

১. প্রথমে পবিত্র পানি দ্বারা ২ হাত কবজি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতে হবে।

২. অতঃপর গড়গড়াসহ ৩ বার কুলি করতে হবে।

৩. নাকের নরম হাড় পর্যন্ত ৩ বার পানি পৌঁছাতে হবে।

৪. সমস্ত মুখমণ্ডল ৩ বার ধৌত করতে হবে।

৫. দুই হাত কনুইসহ ৩ বার ধৌত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত।

৬. একবার মাথা মাসেহ করতে হবে।

৭. সর্বশেষে উভয় পা টাখনুসহ ৩ বার ধৌত করতে হবে।

تَيَمُّم: تَيَمُّم (তায়াম্মুম) অর্থ ইচ্ছা করা। পবিত্র হওয়ার নিয়তে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে **تَيَمُّم** বলে।

কখন تَيَمُّم জায়েজঃ

১. পানি না পাওয়া গেলে।

২. পানির স্থানে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকলে।

৩. পানি আছে, কিন্তু অসুস্থতার কারণে তা ব্যবহারে অপারগ হলে।

৪. পানি সাথে আছে, কিন্তু তাদ্বারা অজু করলে পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশংকা হলে ইত্যাদি।

تَيَمُّم এর ফরজঃ তায়াম্মুমের ফরজ ৩টি। যথাঃ

১. পবিত্র হওয়ার নিয়ত করা।

২. মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা।

৩. দুই হাত কনুইসহ একবার মাসেহ করা।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতিঃ

১। প্রথমে পবিত্র মাটিতে উভয় হাত মারতে হবে এবং সমস্ত মুখ মাসেহ করতে হবে।

২। দ্বিতীয় বার হাত মাটিতে মেরে তা দ্বারা উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করতে হবে।

যে সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ :

পবিত্র মাটি এবং মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ। যে সকল বস্তু আগুনে দিলে পুড়েনা তা মাটি জাতীয় বস্তু। যেমনঃ বালু, চুন, সুরকি, ইট ইত্যাদি।

তায়াম্মুমের প্রকারঃ

তায়াম্মুম ৩ প্রকার। যথাঃ

১। ফরজ, যেমন : ফরজ নামাজের জন্য তায়াম্মুম করা।

২। ওয়াজিব, যেমনঃ তাওয়াফের জন্য তায়াম্মুম করা।

৩। মুস্তাহাব, যেমনঃ জিকিরের জন্য তায়াম্মুম করা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. নামাজের আগে অজু করা ফরজ।

২. অজুতে ৩ টি অঙ্গ ধোয়া এবং ১ টি অঙ্গ মাসেহ করা ফরজ।

৩. জুনুবি হলে অজু যথেষ্ট নয়, বরং গোসল প্রয়োজন।

৪. পানি না পাওয়া গেলে অজু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তেই تَيَمُّم করা যাবে।

৫. অসুস্থ ব্যক্তি- যে পানি ব্যবহার করতে পারে না এবং মুসাফির- যার কাছে পানি নেই, সে تَيَمُّم করবে।

৬. تَيَمُّم মাটি বা মাটি জাতীয় দ্রব্য দ্বারা করতে হবে।

৭. তায়াম্মুমের উদ্দেশ্য হলো কষ্ট দূর করা ও পবিত্রতা হাসিল করা।

৮. تَيَمُّم এর ৩ ফরজ। নিয়ত করা এবং মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ মাসেহ করা।

৯. تَيَمُّم উম্মতে মুহাম্মদির জন্য নেয়ামত।

১০. নেয়ামতের শোকর আদায় করা কর্তব্য।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. تَيَمُّم এর আয়াত নাজিল হয় কত হিজরিতে?

ক. ৪র্থ খ. ৫ম
গ. ৬ষ্ঠ ঘ. ৭ম

২. مَرْضٰى এর একবচন কী?

ক. مرض খ. مريض
গ. مارض ঘ. مراض

৩. تيمم এর ফরজ হলো-

i) নিয়ত করা ii) বিসমিল্লাহ বলা
iii) সমস্ত মুখ ধৌত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. অজু ভঙ্গের কারণ কয়টি?

ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি

২. নফল নামাজের জন্য وضوء করার হুকুম কী?

ক. فرض খ. واجب
গ. سنة ঘ. مستحب

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আ. রহিম পুকুরে গিয়ে পানিতে নেমে অজু করল। সে মুখ ও হাত ধুয়ে, মাথা মাসেহ করে চলে আসল। খালেদ বলল, তোমার অজু হয়নি।

ক. الْوُضُوْء এর অর্থ কী?

খ. কি কি কাজে অজু লাগে?

গ. আ. রহিমের অজু হয়েছে কিনা? তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে বর্ণনা কর।

ঘ. খালেদের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ

গোসল ও এস্তেঞ্জার নিয়মকানুন

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম। এ ধর্মের শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামাজ, যা মুমিনের মিরাজ। তাই মাতাল বা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজ পড়া জায়েজ নেই। কারণ তাতে নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না। অনুরূপ বিনা পবিত্রতায়ও নামাজ পড়া যাবে না। প্রয়োজন হলে গোসল করতে হবে এবং অপারগতায় تَيَمُّم করতে হবে। তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا. [سورة النساء : ٤٣]	(৪৩) হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। তবে পথ অতিক্রমের কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং মাসেহ করবে মুখমণ্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (সুরা নিসা, ৪৩)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

لَا تَقْرَبُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব سمع মাসদার القرب، القربان

মাদ্দাহ ق+ر+ب জিনস صحيح অর্থ- তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না।

سُكٰرٰى : বহুবচন, একবচনে سكران অর্থ- নেশাগ্রস্ত।

عَابِرِيْ سَبِيْلٍ : পথিকগণ/পথ অতিক্রমকারীগণ। এখানে عابري মূলে عابرين ছিল, যা باب نصر হতে جمع مذكر এর ছিগাহ, বাহাছ فاعل اسم মাসদার العبور মাদ্দাহ ع+ب+ر জিনস صحيح

تَغْتَسِلُوْا : মূলে ছিল تغتسلون ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ افتعال বাব مضارع مثبت معروف মাসদার الاغتسال মাদ্দাহ غ+س+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা গোসল করবে।

তারকিব:

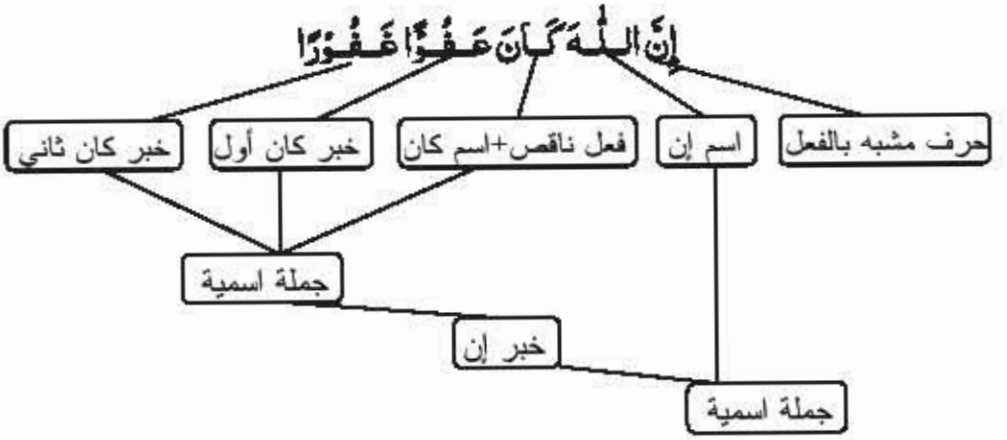

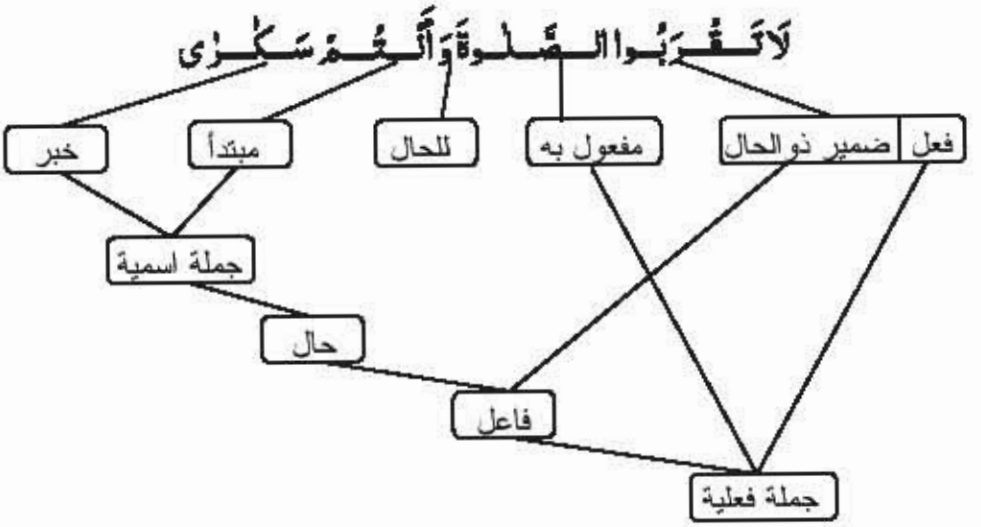

গোসলের আহকাম :

غُسْل অর্থ- ধৌত করা। পরিভাষায়- পানি ঢেলে শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে।

গোসলের প্রকার:

গোসল ৪ প্রকার। যথা-

১. ফরজ গোসল। যথা: জুনুবি ব্যক্তির গোসল।

২. ওয়াজিব গোসল। যথা: মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়া।

৩. সুন্নাত গোসল। যথা: জুমার ও ঈদের দিনের গোসল।

৪. মুস্তাহাব গোসল। যথা : দৈনন্দিন গোসল।

গোসলের ফরজ :

গোসলের ফরজ ৩টি। যথা-

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা।

২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছানো।

৩. পুরো শরীর ভালোভাবে ধোয়া, যাতে একটা পশম পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে।

গোসল ফরজ হলে যে সমস্ত কাজ করা যায় না:

১. নামাজ আদায় করা।

২. কাবা ঘরের তাওয়াফ করা ।

৩. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা ।

৪. কুরআন মাজিদ স্পর্শ করা।

৫. মসজিদে প্রবেশ করা।

এস্তেঞ্জার পরিচয়:

اِسْتِنْجَاء শব্দের অর্থ পবিত্রতা হাসিল করা, নিষ্কৃতি লাভ করা। পরিভাষায়- পেশাব-পায়খানার পর (পানি বা মাটি দ্বারা) পবিত্রতা অর্জন করাকে اِسْتِنْجَاء বলে। (হাশিয়ায়ে তাহতাভি)

পায়খানার পর এস্তেঞ্জার হুকুম:

যদি মল মলদ্বারেই সীমাবদ্ধ থাকে, এপাশে ওপাশে না লেগে থাকে তবে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মুস্তাহাব। আর যদি মল এপাশে ওপাশে লেগে যায় এবং তা এক দিরহামের চেয়ে বেশি জায়গায় লাগে তবে তা পানি দ্বারা ধৌত করা ফরজ।

পেশাবের পর এস্তেঞ্জার হুকুম :

পেশাব বের হয়ে মূত্রনালীর অগ্রভাগে এক দিরহাম পরিমাণের বেশি জায়গায় লেগে থাকলে তা ধৌত করা ফরজ। এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ জায়গায় লাগলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। আর পেশাব নালীর অগ্রভাগে বা পার্শ্বে না লেগে থাকলে তা ধৌত করা মুস্তাহাব। (ফতোয়ায়ে শামি)

কুলুখের পর পানি ব্যবহার :

পেশাব বা পায়খানার পর কুলুখ ও পানি উভয় ব্যবহার করা সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সুন্নাত।

যে সমস্ত বস্তু দ্বারা কুলুখ নেয়া মাকরুহ :

হাড্ডি, খাদ্যদ্রব্য, কাঁচ, মানুষের শরীরের কোনো অংশ, পাকা ইট, পুরাতন রেশমী নেকড়া, কিতাবের পাতা, অন্যের হক, (যেমন: অন্যের দেওয়ালের মাটি) কাঁদা মাটি, কাগজ, গোবর, কয়লা ইত্যাদি।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া হারাম।
২। জুনুবি হলে পবিত্র না হয়ে নামাজ পড়া হারাম।
৩। পানি না পাওয়া গেলে অজু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তেই تَيَمُّم করা যাবে।
৪। অসুস্থ এবং জুনুবি ব্যক্তির কাছে যদি পানি না থাকে তাহলে تَيَمُّم করবে।
৫। تَيَمُّم মাটি বা মাটি জাতীয় দ্রব্য দ্বারা করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলিঃ

১. اِسْتِنْجَاء শব্দের অর্থ কী?

ক. পবিত্রতা হাসিল করা
খ. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা
গ. নাপাকি থেকে মুক্তি চাওয়া
ঘ. পানি ব্যবহার করা

২. تَغْتَسِلُوْا অর্থ কী?

ক. তোমরা গোসল করবে
খ. তোমরা ধৌত করবে
গ. তোমরা অজু করবে
ঘ. তোমরা পবিত্র হবে

৩. গোসল কত প্রকার?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

৪. নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজ আদায় করা-

i) জায়েজ
ii) মুবাহ
iii) হারাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

৫. গোসল ফরজ হলে-

i) নামাজ পড়া যাবে না
ii) মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ
iii) হাটা-চলা নিষিদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জুনুবি হওয়া সত্ত্বেও রফিক কুরআন তেলাওয়াত করছিল। হালিম বললো, তোমার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা বৈধ নয়।

ক. عَابِرِيْ السَّبِيْل অর্থ কী?

খ. غُسْل কাকে বলে?

গ. রফিকের কাজের শরয়ি মূল্যায়ন কর।

ঘ. হালিমের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় পাঠ
পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করে। এজন্য উহাকে নামাজের শর্ত করা হয়েছে। পবিত্রতা বলতে শরীর, মন ও পোশাক সব কিছুর পবিত্রতাকে বোঝায়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
(১) হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। (২) উঠুন, আর সতর্ক করুন (৩) এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। (৪) আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন। (মুদ্দাচ্ছিসর, ১-৪)	يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَاَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

مُدَّثِّرٌ: ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ اسم فاعل বাব افعل মাসদার ادثر মাদ্দাহ د+ث+ر জিনস صحيح অর্থ- চাদরাবৃত।

قُمْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق+و+م জিনস اجوف واوي অর্থ- তুমি দাঁড়াও।

فَاَنْذِرْ : এখানে ف টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার إنذار মাদ্দাহ ن+ذ+ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি ভীতি প্রদর্শন করুন।

فَكَبِّرْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার تكبير মাদ্দাহ ك+ب+ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি বড়ত্ব ঘোষণা করুন।

فَطَهِّرْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার تطهير মাদ্দাহ ط+ه+ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি পবিত্র করুন।

তারকিব:

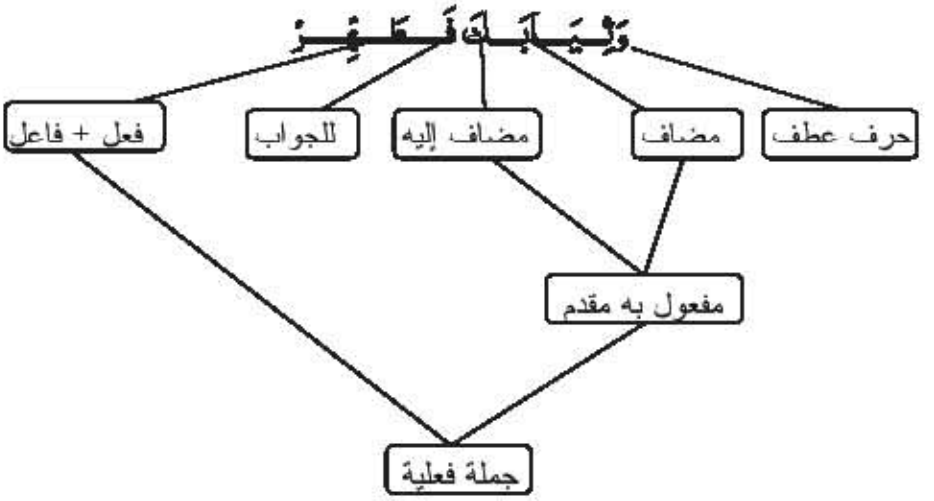

মূল বক্তব্য:

এখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবি (ﷺ) কে চাদরাবৃত বলে ডাক দিয়ে বলেছেন যে, আপনার চাদর মুড়ি দিয়ে বিশ্রামের সময় নেই। আপনি উঠে মানুষকে সতর্ক করুন। স্বীয় রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন এবং আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। কারণ, আল্লাহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।

শানে নুজুল:

সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সুরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কুরআন অবতরণ বেশ কিছু দিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসুলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছুর আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতা শূন্যমণ্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে পূর্বের মত তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন زَمِّلُوْنِيْ، زَمِّلُوْنِيْ আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা মুদ্দাসসিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাজিল হয়। (বুখারি)

টীকা:

قُمْ فَأَنْذِرْ : অর্থ- উঠুন, সতর্ক করুন। اَنْذِرْ শব্দটি اِنْذَارٌ থেকে এসেছে। যার অর্থ সতর্ক করা। এখান থেকে নবি করিম (ﷺ) এর উপাধি হলো نَذِيْر আর نَذِيْر বলা হয়- স্নেহ-মমতার

ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারীকে। এখানে সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। বাকি সব কাফের ছিল।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ : অর্থ, শুধু আপন প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। اَللّٰهُ تَكْبِيْرٌ অর্থ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা। উলামায়ে কেরাম এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, নামাজের প্রথমে তাকবিরে তাহরিমার জন্য اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার ফরজ নিয়মটি এ আয়াত থেকে এসেছে।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। ثِيَابٌ শব্দটি ثَوْبٌ এর বহুবচন। যার অর্থ- কাপড়। পবিত্রতাকে ইসলামে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, হাদিস শরিফে আছে- اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক। (সহিহ মুসলিম) আল্লাহ পাক পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালোবাসেন।(সুরা বাকারা : ২২২) এজন্যই পবিত্রতাকে নামাজের পূর্বশর্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং হাদিসে বলা হয়েছে- لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ (رواه الترمذي عن ابن عمر) পবিত্রতা ছাড়া নামাজ গৃহীত হবে না। তাই সকল প্রকার নাপাকি হতে আমাদের দেহ ও কাপড়কে পাক রাখতে হবে। যেমন- পেশাব, পায়খানা, রক্ত, পুঁজ, বমি, বিষ্ঠা, পচাঁ-দুর্গন্ধ বস্তু ইত্যাদি হতে।

তাফসিরে মাজহারিতে উল্লেখ আছে, প্রকৃত অর্থে কাপড়কে ثِيَابٌ বলা হলেও রূপক অর্থে কর্মকে এবং দেহকেও لِبَاسٌ বা পোশাক বলা হয়। সেক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অপবিত্র চিন্তাধারা থেকে মুক্ত রাখুন। (মাজহারি)

ইসলামে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব:

হাদিস শরিফে আছে- اِنَّ اللّٰهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ আল্লাহ তাআলা পরিচ্ছন্ন। তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন।

অবশ্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে ময়লা ও নোংরামী থেকে মুক্ত থাকাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। পক্ষান্তরে, শরিয়ত যাকে নাপাক বলেছে তা থেকে মুক্ত থাকাকে পবিত্রতা বলা হয়।

যেমন, ধুলোবালি ও কাঁদা লাগলে একটি কাপড় নোংরা হয়, যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। কিন্তু এতে তা নাপাক হয় না, যে তা পবিত্র করতে হবে।

ইসলামে সমভাবে পবিত্রতার সাথে সাথে পরিচ্ছন্নতার জন্যও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্যই জুমার দিনে, ঈদের দিনে গোসল করাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ সময় নতুন বা ধৌতকৃত পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে আদেশ করা হয়েছে।

এমনকি হাদিসে اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ তথা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাকে ইমানের অংগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মোটকথা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা উভয়ই কাম্য। কোনো মুসলিম নাপাক বা নোংরা কোনোটাই থাকতে পারে না।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. বন্ধুকে স্নেহবশে উপাধি দেওয়া এবং তাদ্বারা ডাকা বৈধ।
২. অলসতা করা অনুচিত।
৩. মানুষদেরকে সতর্ক করা নবির দায়িত্ব।
৪. একমাত্র আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ঘোষণা করতে হবে।
৫. পোশাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. مُدَّثِّر অর্থ কী?

ক. জুব্বা পরিহিত
খ. চাদরাবৃত
গ. পাগড়ি পরিহিত
ঘ. টুপি পরিহিত

২. قُمْ এর মূল অক্ষর কী?

ক. ق+ى+م
খ. ق+و+م
গ. ق+م+و
ঘ. و+ق+م

৩. ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে-

i) পছন্দ করে
ii) সমর্থন করে
iii) মুবাহ মনে করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৪. ثِيَابٌ শব্দটির একবচন হলো-

i) ثَاب ii) ثوب

iii) ثواب

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

৫. إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ يُحِبُّ اللَّطَافَةَ এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

ক. পরিচ্ছন্ন লোকেরা আল্লাহর প্রিয়

খ. পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ

গ. পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিরা মানুষের প্রিয়ভাজন

ঘ. পবিত্ররা পবিত্রদের কাছে প্রিয়

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

শাহিন ও ওমর দু'বন্ধু। তারা সুরা মুদ্দাসসির এর প্রথমিক আয়াতগুলো নাজিলের স্থান ও সময় নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়। শাহিন বলল, এগুলো সুরা আলাকের আয়াত নাজিল হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ওমর বলল, এটিই প্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও হেরা গুহায় নাজিলকৃত সুরা।

ক. قُمْ অর্থ কী?

খ. قُمْ فَأَنْذِرْ এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর।

গ. শাহিন ও ওমরের বিতর্ক তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে সমাধান কর।

ঘ. তুমি শাহিন ও ওমরের মধ্যে কাকে এবং কেন সমর্থন করবে? আলোচনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আখলাক

(ক) আখলাকে হাসানা বা সৎচরিত্র

১ম পাঠ : সালাম বিনিময়

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে তাকে সবার সাথে মিলে মিশে থাকতে হয়। সবার সাথে হাসিখুশি থাকতে হয়। পরস্পর সাক্ষাত হলে কুশল বিনিময় ও অভিবাদন করতে হয়। ইসলাম আদবের ধর্ম। শিষ্টাচার মুসলমানদের ভূষণ। তাই ইসলামের শিক্ষা হলো মা-বাবাসহ অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম প্রদান করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
(৮৬) তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা তারই অনুরূপ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সুরা নিসা, ৮৬)	وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

حُيِّيْتُمْ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব تفعيل মাসদার تحية মাদ্দাহ ي + ي + ح জিনস لفيف مقرون অর্থ- তোমরা সালাম/ অভিবাদন প্রাপ্ত হলে।

تَحِيَّة : সালাম/ অভিবাদন। ইহা بابِ تفعيل এর মাসদার।

فَحَيُّوْا : ف টি حرف عطف অর্থ- অতঃপর। ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার تحية মাদ্দাহ ي + ي + ح জিনস لفيف مقرون অর্থ- তোমরা সালাম দাও।

اَحْسَن : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব كرم মাসদার الحسن মাদ্দাহ ن + س + ح জিনস صحيح অর্থ- অধিক সুন্দর।

رُدُّوْهَا : এখানে ها শব্দটি জমিরে মানছুব। ردوا - ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف

বাব نصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা ফিরিয়ে দাও।

حَسِيْبًا : ইহা فعيل ওজনে باب حسب হতে اسم فاعل مبالغة এর ছিগাহ, মাসদার الحساب মাদ্দাহ

ح+س+ب জিনস صحيح অর্থ- হিসাবগ্রহণকারী।

তারকিব:

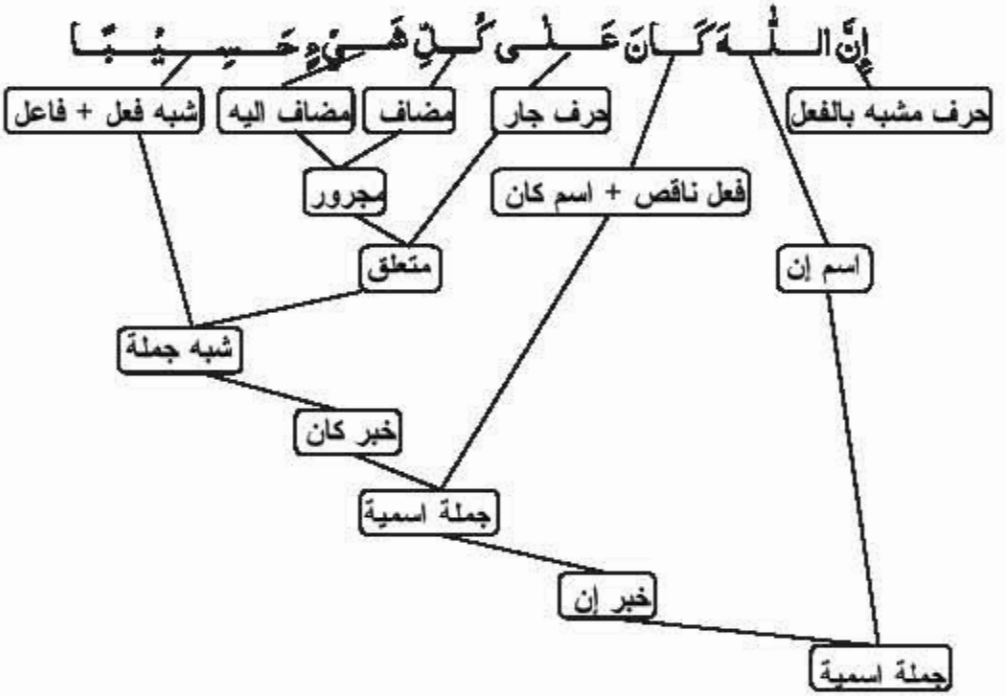

মূল বক্তব্য:

ইসলামে শিষ্টাচারিতার গুরুত্ব অনেক। তাই সমাজে চলতে গেলে যখন মুসলমানরা পরস্পর সাক্ষাত করবে তখন তাদের কর্তব্য হলো ইসলামি রীতি অনুযায়ী প্রফুল্ল মনে সালাম দেওয়া। আর কাউকে সালাম দেওয়া হলে তার কর্তব্য হলো অনুরূপভাবে বা আরো সুন্দরভাবে সালামের উত্তর দেওয়া। এটা বড় পুণ্যের কাজ। এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতটিতে।

২০৪০

সালাম সম্পর্কিত আলোচনা

এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে দেখা হলে পরিচিত হোক বা নাই হোক তাকে সালাম দেওয়া সুন্নাত। সালাম দিলে ৯০ টি রহমত পাওয়া যায়। মনে রাখা উচিৎ, সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। এতে ১০টি রহমত পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হজরত আদম (عليه السلام) ফেরেশতাদেরকে সালাম দিয়েছিলেন। ইসলামের পূর্ব যুগে আরবরা পরস্পর দেখা হলে বলতো حَيَّاكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন)। ইসলাম এ পদ্ধতি পরিবর্তন করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার রীতি প্রচলন করেছে। এর অর্থ হলো- আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। জবাবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَام বলার রীতি প্রচলন করেছে। এর অর্থ- আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। বিধর্মীরা সালাম দিলে শুধু وَعَلَيْكُمْ বলতে হয়।

সালামের আহকাম:

১. মুসলমানের সাথে দেখা হলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা সুন্নাত।

২. সালামের জবাব একটু বাড়িয়ে বলা (যেমন: وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ) মুস্তাহাব।

৩. সালামের জবাব শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।

৪. সুন্নাত হলো আরোহী পদব্রজকে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্টকে, কম সংখ্যক বেশি সংখ্যককে এবং ছোট বড়কে সালাম করবে।

৫. দলের মধ্য হতে একজন সালাম দিলে বা একজন উত্তর দিলে যথেষ্ট হবে।

৬. মুসলমান কাফের একত্রে থাকলে বলতে হয় اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

৭. মহিলাদের দলকে সালাম দেওয়া বা তাদের সালামের উত্তর দেওয়া জায়েজ।

৮. ছোট বালিকা বা অতিশয় বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম দেওয়া জায়েজ।

৯. স্ত্রী এবং মাহরামা মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া সুন্নাত।

কাদের সালাম দেওয়া যাবে না:

(১) নামাজরত ব্যক্তিকে (২) কুরআন তেলাওয়াতকারীকে (৩) জিকিরে মশগুল ব্যক্তিকে (৪) হাদিস পাঠে ব্যস্ত মুহাদ্দিসকে (৫) খুতবারত খতিবকে (৬) খুৎবাহ শ্রবণকারীকে (৭) ফিকহি মজলিসে আলোচনারত কাউকে (৮) পায়খানা বা পেশাবেরত ব্যক্তিকে (৯) কাফেরকে (১০) প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইত্যাদি।

সালামের গুরুত্ব ও ফজিলত:

সালাম একটি অতি পূণ্যময় কাজ। ইহা মুসলিম ভাইয়ের অধিকার। এটা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি করে। প্রথমে সালামদাতা হাদিসের ভাষায় অহংকারমুক্ত হয়। সালাম রহমত ও বরকতের কারণ। এজন্য কাউকে সালাম দেবার পর সে যদি কোনো গাছ বা পাথরের আড়াল হয় অতঃপর তার সাথে আবার দেখা হয়, তাহলে তাকে সালাম দিতে হবে। হাদিসে বেশি বেশি সালাম দিতে বলা হয়েছে। সালামের ফজিলত বর্ণনায় মহানবি (ﷺ) বলেন:

"তোমরা ইমান না আনলে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভালো না বাসলে ইমান পূর্ণ হবে না। আমি কি এমন বিষয় বলব না? যা করলে তোমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও।" (মুসলিম শরিফ)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. মুসলমানরা পরস্পর দেখা হলে একে অপরকে সালাম করবে।
২. সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব।
৩. সালামের জবাবে সালামের চেয়ে অতিরিক্ত শব্দ বলা মুস্তাহাব।
৪. যে বেশি বেশি সালাম দেয় বা উত্তর দেয় আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন।
৫. আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল কাজের হিসাব রাখেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. সালাম দেওয়া বিধান কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

২. সালাম দিবে-

i) অল্প লোক অনেক লোককে
ii) কাফের মুসলমানকে
iii) ছোট বড়কে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. حَيُّوْا এর بحث কী?

ক. ماضي খ. مضارع

গ. أمر ঘ. نهى

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আ. রহিম মসজিদে গিয়ে দেখলো কিছু লোক নামাজ পড়ছে আর কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে। সে কুরআন তেলাওয়াতকারীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিল।

৪.আ. রহিমের সালাম দেওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

ক. হারাম খ. মাকরুহ তাহরিমি

গ. মুবাহ ঘ. মাকরুহ তানজিহি

৫.আ. রহিমের উচিত ছিল-

i) সালাম না দেওয়া

ii) নামাজিদেরকে সালাম দেওয়া

iii) উভয়কে সালাম দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আব্দুল করিম ঢাকা থেকে বাড়ি গিয়ে তার দাদুকে Good morning বলল। দাদু বললেন, তুমি কি ইসলামি সম্ভাষণ জানো না?

ক. সালামের উত্তর দেওয়া কী?

খ. সালামের বাক্যের অর্থ লিখ।

গ. আ. রহিমের কাজটি কেমন হয়েছে? বর্ণনা কর।

ঘ. আব্দুল করিমের প্রতি তার দাদুর কর্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত বুঝিয়ে লেখ।

২য় পাঠ
তাওয়াক্কুল

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও শক্তিতে সে দুর্বল প্রাণী। তাই অন্যের উপর বিভিন্ন সময় তাকে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো সকল ক্ষেত্রে বান্দা আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করবে। কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান। এ গুণটি তাওয়াক্কুল নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (التوبة :٥١)	(৫১) বলুন, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন, তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত। (সুরা তাওবা, ৫১)
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا (الفرقان:٥٨)	(৫৮) আপনি নির্ভর করুন তার উপর যিনি চিরঞ্জিব, তিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (ফুরকান, ৫৮)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

قُلْ : ছিগাহ أمر حاضر معروف বাহাছ واحد مذكر حاضر বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস اجوف واوي অর্থ- আপনি বলুন।

لَنْ يُّصِيْبَنَا : مضارع منفي بلن تاكيد বাহাছ واحد مذكر غائب ছিগাহ ضمير منصوب متصل تا نا বাব إفعال মাসদার الإصابة মাদ্দাহ ص+و+ب জিনস اجوف واوي অর্থ- অবশ্যই আমাদের নিকট পৌঁছবে না।

كَتَبَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكتابة মাদ্দাহ ك+ت+ب জিনস صحيح অর্থ- সে লিখল।

مَوْلَانَا : ضمير مجرور متصل টি نا আর مولى একবচন, বহুবচনে موالي মাদ্দাহ و+ ل+ي অর্থ- আমাদের অভিভাবক।

فَلْيَتَوَكَّلْ : ف টি হচ্ছে حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব تفعل মাসদার التوكل মাদ্দাহ و+ك+ل জিনস مثال واوي অর্থ- যেন সে ভরসা করে।

اَلْمُؤْمِنُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+ م+ ن জিনস مهموز فاء অর্থ- ইমানদারগণ।

وَتَوَكَّلْ : و টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التوكل মাদ্দাহ و+ك+ل জিনস مثال واوي অর্থ- আর আপনি ভরসা করুন।

لَا يَمُوْتُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الموت মাদ্দাহ م+و+ت জিনস اجوف واوي অর্থ- তিনি মৃত্যুবরণ করেন না বা করবেন না।

وَسَبِّحْ : و টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التسبيح মাদ্দাহ س+ ب+ ح জিনস صحيح অর্থ- আর আপনি তাসবিহ পাঠ করুন।

وَكَفٰى : و টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الكفاية মাদ্দাহ ك+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আর তিনি যথেষ্ট হয়েছেন।

ذُنُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো ذنب এটি اسم جامد মাদ্দাহ ذ + ن+ ب অর্থ পাপসমূহ বা গুনাহসমূহ।

عِبَادِهٖ : এখানে عباد শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হল عبد মাদ্দাহ ع + ب + د আর ه অক্ষটি হল ضمير مجرور متصل অর্থ তার বান্দাগণ।

خَبِيْرًا : অর্থ সংবাদ রাখনেওয়ালা। ইহা আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম।

তারকিবঃ

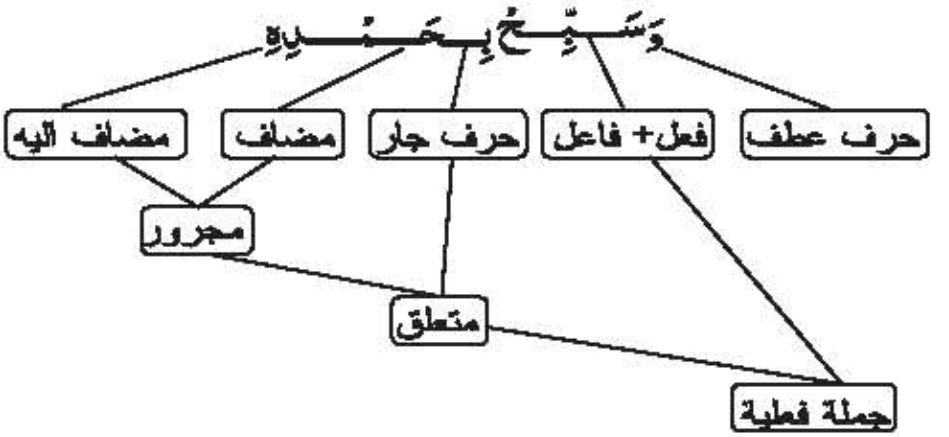

মূল বক্তব্যঃ

আলোচ্য আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ সকল জিনিস আসবে, যা তিনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর আমাদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক। আর সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা করতে এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যার মৃত্যু নেই এবং যিনি বান্দার গুনাহ সম্পর্কে অবগত।

তাওয়াক্কুল এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থঃ تَوَكُّل শব্দটি বাবে تفعل এর মাসদার। মাদ্দাহ و+ك+ل, জিনস مثال واوي অর্থ ভরসা করা, নির্ভর করা।

পারিভাষিক অর্থঃ পরিভাষায়- সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর উপর নির্ভর করাকে تَوَكُّل বলা হয় । আল্লামা জুরজানির মতে, আল্লাহর নিকট যা আছে, তার উপর ভরসা করা এবং মানুষের নিকট যা কিছু আছে তা থেকে বিমুখ থাকাকে تَوَكُّل বলে।

একথা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যে, যাবতীয় কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এবং এও বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল কাজের অধিকর্তা। تَوَكُّل এর অর্থ এই নয় যে, কোনো কাজ না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকতে হবে। বরং কাজের সবকিছু সম্পাদন করে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। এক সাহাবি মহানবি (ﷺ) কে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! (ﷺ) আমি উট ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব, না বেঁধে রেখে ভরসা করব? মহানবি (ﷺ) বললেন- اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ আগে উট বাঁধ, অতঃপর ভরসা কর। (তিরমিজি, আনাস (رضي الله عنه) থেকে)

কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী না হয়েও তাওয়াক্কুল করা যায়। তবে এটা উঁচু পর্যায়ের বান্দাদের জন্য। এক হাদিসে মহানবি (ﷺ) বলেন-

لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا (رواه الترمذي عن عمر رض)

যদি তোমরা সঠিকভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিজিক দিতেন যেভাবে পাখিদেরকে রিজিক দিয়ে থাকেন। পাখিরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট পূর্ণ করে বাসায় ফিরে। (মেশকাত-পৃ. ৪৫২)

তাওয়াক্কুলকারীকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং তার জন্য তিনি যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সুরা তালাক, ৩)

تَوَكُّل এর প্রকারভেদ : تَوَكُّل দুই প্রকার যথা-

১. تَوَكُّل بِالْاَسْبَابِ বা উপকরণসহ তাওয়াক্কুল করা। এটা সাধারণ মানুষের জন্য।

২. تَوَكُّل بِلَا اَسْبَابٍ বা উপকরণ ছাড়া তাওয়াক্কুল করা। এটা নবিদের জন্য বা আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাদের জন্য প্রযোজ্য।

تَوَكُّل এর উপকারিতা : তাওয়াক্কুল এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন:

১. এর দ্বারা ইমান পরিপূর্ণ হয়।
২. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ হয়।
৩. সর্বদা আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।
৪. শয়তান থেকে বেঁচে থাকা যায়।
৫. জান্নাতে নবিদের সাথী হওয়া যাবে।
৬. রিজিক বৃদ্ধির কারণ। (نَضْرَةُ النَّعِيْمِ)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. মানব জীবনে যা কিছু হয়, সবই লিখিত আছে।
২. আল্লাহ তাআলা মানুষের শ্রেষ্ঠ অভিভাবক।
৩. ভরসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর করতে হবে।
৪. আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব।
৫. আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ সম্পর্কে খবর রাখেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. تَوَكُّل শব্দের অর্থ কী?

ক. নির্ভরশীলতা খ. সত্যবাদিতা
গ. বিনয় নম্রতা ঘ. মানবতা

২. خبير কার নাম?

ক. আল্লাহ তাআলার খ. মুহাম্মদ ﷺ এর
গ. ফেরেশতার ঘ. মানুষের

৩. মহানবি (ﷺ) সাহাবিকে তাওয়াক্কুল করতে বললেন-

i) উট বেঁধে রেখে ii) উট ছেড়ে দিয়ে
iii) উট বিক্রি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. تَوَكُّل কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

৫. تَوَكُّل করলে-

i) রিজিকে বরকত হয় ii) আল্লাহর সাহায্য আসে
iii) ইমান পূর্ণতা পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মাসুম ব্যাপারী প্রয়োজনীয় খাবার, ঔষধ এবং টাকা না নিয়ে পায়ে হেঁটে হজ্বের সফরে রওনা দিল। তার স্ত্রী তাকে বাধা দিলে সে বলল, আল্লাহ ভরসা।

ক. تَوَكُّل অর্থ কী?

খ. تَوَكُّل বলতে কী বুঝায়?

গ. মাসুম ব্যাপারীর কর্মকাণ্ডটি কেমন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাসুম ব্যাপারীর বক্তব্যটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৩য় পাঠ
সত্যবাদিতা

সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে। সত্যবাদীকে সকলেই ভালোবাসে। সত্যবাদিতা মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়। মুক্তির পথ দেখায়। তাইতো ইসলামে সত্য কথা বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সত্যবাদিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
٧٠ ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٧١ ـ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (سورة الأحزاب)	(৭০) হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (৭১) তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সুরা আহযাব: ৭০-৭১)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اٰمَنُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ তারা ইমান গ্রহণ করেছে।

قُوْلُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব نصر ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস اجوف واوى অর্থ তোমরা বল।

اتَّقُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و ي+ق+ জিনস لفيف مفروق অর্থ তোমরা ভয় কর।

سَدِيْدًا : ইহা فعيل এর ওজনে صفة مشبهة অর্থ সোজা, সঠিক, মাদ্দাহ س+د+د জিনস مضاعف ثلاثي

يُصْلِحْ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الاصلاح মাদ্দাহ ص+ل+ح জিনস صحيح অর্থ তিনি সংশোধন করবেন।

اَعْمَالَكُمْ : তোমাদের আমলসমূহ। এখানে كم শব্দটি متصل ضمير مجرور আর اعمال বহুবচন। একবচনে عمل অর্থ আমল বা কাজ।

يَغْفِرْ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المغفرة মাদ্দাহ غ+ف+ر জিনস صحيح অর্থ তিনি ক্ষমা করবেন।

ذُنُوْبَكُمْ : তোমাদের পাপসমূহ। এখানে كم শব্দটি متصل ضمير مجرور আর ذُنُوب শব্দটি বহুবচন। একবচনে ذنب অর্থ: গুনাহ বা পাপ।

يُطِعِ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ ط+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ সে আনুগত্য করে।

فَازَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الفوز মাদ্দাহ ف+و+ز জিনস اجوف واوى অর্থ সে সফল হয়েছে।

তারকিব:

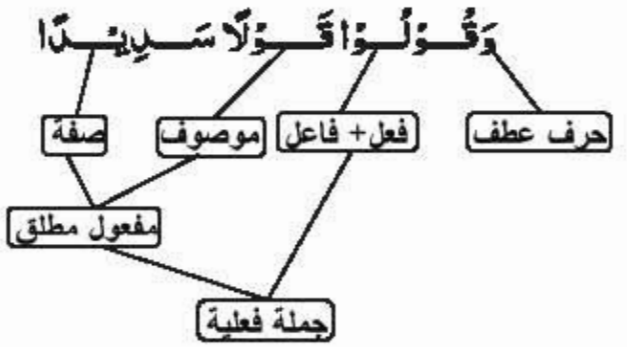

মূল বক্তব্য:

সূরা আহযাবের আলোচ্য আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে সদা সত্য কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে সত্যের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে এ নির্দেশ পালনকারীর জন্য মহা সাফল্যের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

টীকা :

وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا : আর তোমরা সঠিক ও সত্য কথা বল। এখানে قَوْلًا سَدِيْدًا বলতে কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির (র) বলেন, قَوْلًا مُسْتَقِيْمًا

لَا اِعْوِجَاجَ فِيْهِ সোজা কথা, যাতে কোনো বক্রতা নাই। হজরত কালবি (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে قَوْلًا سَدِيْدًا বলে قَوْلًا صِدْقًا বা সত্য কথাকে বুঝানো হয়েছে।

হজরত কাতাদা (রহ.) বলেন- قَوْلًا سَدِيْدًا বলে قَوْلًا عَدْلًا বা ন্যায় কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, اَلسَّدِيْدُ অর্থ হলো اَلصِّدْقُ বা সত্য কথা।

হজরত ইকরিমা (রহ.) এর মতে, قَوْلًا سَدِيْدًا বলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাওহিদের কালেমা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য কথা।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে সত্য কথা বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সত্য কথা বলা ফরজ।

সত্যবাদিতার পরিচয়ঃ

সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলে। সত্যকে আরবিতে صِدْقٌ বলে। যার বিপরীত হলো كِذْبٌ বা মিথ্যা।

পরিভাষায়- 'ব্যক্তির কথার সাথে তার অন্তরের এবং বাস্তবতার মিল থাকলে তাকে সত্য কথা বলে।' (نَضْرَةُ النَّعِيْمِ)

বুঝা গেল, কথা সত্য হওয়ার শর্ত দুটি। যথা-

১. মুখের কথার সাথে অন্তরের বিশ্বাসের মিল থাকা।

২. কথার সাথে বাস্তবতার মিল থাকা।

এজন্যই মুনাফিকরা মহানবি (ﷺ) এর নিকট এসে তাকে রসুল হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যুক বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাদের মুখের কথার সাথে অন্তরের মিল ছিল না।

সত্যবাদিতার উপকারিতা :

সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ। সত্যবাদীকে সকলেই ভালোবাসে। প্রবাদ আছে- اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ সত্য মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।

সত্যের পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন, "তোমরা সত্য কথা বলো। কেননা, সত্য নেকের পথ দেখায় আর নেক জান্নাতের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্য অনুসন্ধান করতে থাকে তখন সে আল্লাহর নিকট সিদ্দিক হিসাবে গণ্য হয়ে যায়। (মেশকাত, হাদিস নং- ৪৮২৪)

সত্যের আরেকটি উপকারিতা হলো- সত্য বললে দুনিয়াতে বরকত পাওয়া যায়। যেমন হাদিস শরিফে আছে, রসুল (ﷺ) বলেন- ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হবার পূর্ব পর্যন্ত এখতিয়ারে থাকে। তবে যদি তারা সত্য বলে এবং মালে দোষ থাকলে প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ব্যবসায় বরকত হয়। আর মিথ্যা বললে এবং দোষ গোপন করলে বরকত নষ্ট হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

সত্যবাদিতার গুরুত্ব :

হজরত জুনায়েদ বাগদাদি র. বলেন- اَلصِّدْقُ اَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ সত্য সকল কিছুর মূল। তিনি আরো বলেন, সত্য হলো মূল, আর এখলাস হলো শাখা।

ইসলামে সত্যবাদিতার গুরুত্ব অনেক। এমনকি আল কুরআনে صَادِقِيْنَ বা সত্যবাদীদের সোহবাত গ্রহণের জন্য আদেশ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (সুরা তাওবা, ১১৯)

صَادِقِيْنَ বা সত্যবাদীদের উপরের স্তর হলো صِدِّيْقِيْنَ বা মহাসত্যবাদীদের স্তর। সিদ্দিক বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, জীবনে যার থেকে একটিও মিথ্যা প্রকাশিত হয়নি। হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) কে বলা হয় সিদ্দিকে আকবার।

আমাদের উচিত সদা সত্য কথা বলা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে হবে।
২. সত্য কথা বলা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।
৩. সত্যের প্রথম পুরস্কার হলো নেক কাজের তাওফিক পাওয়া।
৪. সত্যের দ্বিতীয় পুরস্কার হলো গুনাহ মাফ হওয়া।
৫. আল্লাহ ও তার রসুলের আদেশ পালনকারীর জন্য রয়েছে মহা সাফল্য।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. সত্য কী দেয়?

ক. অর্থ খ. খ্যাতি

গ. শান্তি ঘ. মুক্তি

২. قَوْلًا سَدِيْدًا বাক্যাংশে سَدِيْدًا শব্দটি হয়েছে-

i) مضاف ii) صفة

iii) بيان

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৩. قَوْلًا سَدِيْدًا বলে কার মতে সত্য কথাকে বুঝানো হয়েছে?

ক. ইকরিমা খ. মুজাহিদ

গ. কালবি ঘ. ইবনে কাসির

৪. আল-কুরআনে সত্যের কয়টি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে?

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৫. কে সত্যকে সবকিছুর মূল বলেছেন?

ক. আব্দুল কাদের জিলানি খ. জুনায়েদ বাগদাদি

গ. জুন্নুন মিসরি ঘ. মুজাদ্দিদে আলফে সানি

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

খালেদ জুমার দিনে খতিব সাহেবকে সত্য কথা বলার গুরুত্ব বর্ণনা করতে শুনল। খতিব সাহেব বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা সদা সত্য কথা বলো। তাহলে, তোমরা নেককার হতে পারবে এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"

ক. الصدق এর বিপরীত কী?

খ. الصدق বলতে কী বুঝায়?

গ. খতিব সাহেবের বক্তব্যের সাথে কুরআনের মিল প্রমাণ কর।

ঘ. খতিব সাহেবের ভাষণের যথার্থতা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বুঝিয়ে লেখ।

৪র্থ পাঠ
মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ

মাতা-পিতা আমাদের জন্য এ পৃথিবীতে আসার অসিলা। তাই তাদেরকে সম্মান করা, তাদের খেদমত করা আমাদের করণীয়। ইসলাম মানবতার ধর্ম হিসেবে মাতা-পিতার সাথে সন্তানের সদাচরণ করাকে ফরজ সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (٢٤)	(২৩) তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যকে উপনীত হলে তাদেরকে 'উহ' বলিও না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলিও। (২৪) মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার বাহু অবনমিত করিও এবং বলিও হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাদেরকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সুরা ইসরা ২৩, ২৪)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

قَضٰى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার القضاء মাদ্দাহ ق + ض + ي জিনস ناقص يائي অর্থ সে ফয়সালা করল।

اَلَّا تَعْبُدُوْا : মূলে ছিল (أن + لا تعبدون) এখানে ان শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার العبادة মাদ্দাহ ع + ب + د জিনস صحيح অর্থ তোমরা ইবাদত বা দাসত্ব করবে না।

يَبْلُغَنَّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع معروف بنون تاكيد বাব نصر মাসদার البلوغ মাদ্দাহ غ+ل+ب জিনস صحيح অর্থ সে অবশ্যই পৌঁছবে।

لَا تَقُلْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ তুমি বলো না।

لَا تَنْهَرْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব فتح মাসদার النهر মাদ্দাহ ن+ه+ر জিনস صحيح অর্থ তুমি ধমক দিবে না।

قُلْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ তুমি বলো।

اِخْفِضْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الخفض মাদ্দাহ خ+ف+ض জিনস صحيح অর্থ তুমি নম্র ব্যবহার কর।

جَنَاح : اسم جامد একবচন, বহুবচনে اجنحة মাদ্দাহ ج+ن+ح জিনস صحيح অর্থ ডানা।

اِرْحَمْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব سمع মাসদার الرحمة মাদ্দাহ ر+ح+م জিনস صحيح অর্থ তুমি মেহেরবানী কর।

رَبَّيَانِيْ : ছিগাহ تثنية مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التربية মাদ্দাহ ر+ب+و জিনস ناقص واوي অর্থ তারা দু'জন আমাকে লালন পালন করেছে।

তারকিব:

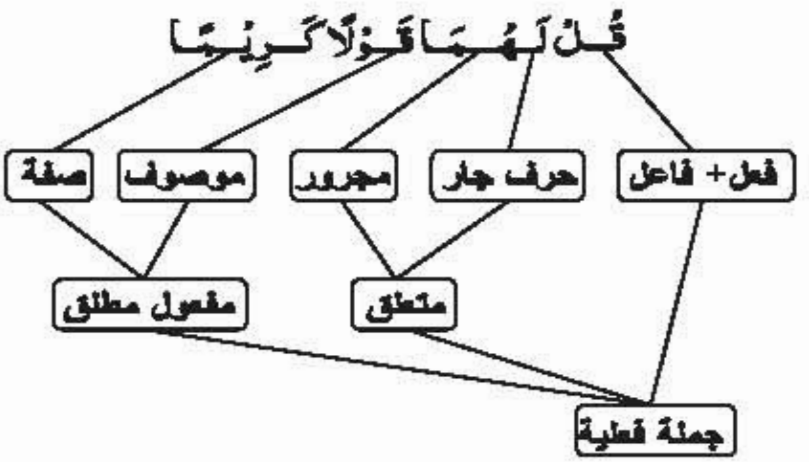

মূল বক্তব্যঃ

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক স্বীয় ইবাদতের আদেশের সাথে মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা যে ফরজ তা বুঝিয়েছেন। বিশেষ করে তারা যখন বার্ধক্যে পৌঁছে তখন তাঁরা বেশি করুণার পাত্র হন। এমতাবস্থায় তাঁদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না যাতে কষ্ট পেয়ে তারা উহ বলে এবং তাদেরকে ধমকও দেওয়া যাবে না। বরং নরম স্বরে কথা বলতে হবে। ভদ্র আচরণ করতে হবে। আর তাদের ইন্তেকালের পর তাদের জন্য দোআ করতে হবে। মাতা-পিতার সাথে সাথে আত্মীয় ও দরিদ্রজনের হকের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে।

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

জীবিত অবস্থায় :

১. তাদেরকে সাথে সদ্ব্যবহার করা।
২. তাদেরকে সম্মান করা।
৩. তাদের কথা মান্য করা।
৪. তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলা।
৫. তাদেরকে ধমক না দেওয়া।
৬. তাদেরকে আহার বিহারের ব্যবস্থা করা।
৭. তাদের সাথে এমন আচরণ না করা যাতে কষ্ট পেয়ে তারা 'উহ্' বলে।

ইন্তেকালের পরঃ

১. তাদের জন্য رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا বলে দোআ করা।
২. তাদের ঋণ পরিশোধ করা ও অসিয়ত পূর্ণ করা।
৩. তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা।
৪. তাদের কবর জিয়ারত করা।
৫. তাদের মধ্যস্থতামূলক আত্মীয়তা রক্ষা করা।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজ। তাদের কষ্ট দেওয়া হারাম। হাদিসে বলা হয়েছে-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ (رواه ابن عدي عن ابن عباس)

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে-

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ (رواه البخاري عن ابن عمر في الأدب المفرد)

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

তাই তাদের খেদমত করতে হবে। কারণ তাদের খেদমতই জান্নাতে যাওয়ার উপায়। হাদিসে বলা হয়েছে-

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ (رواه ابن ماجه عن أبي أمامة)

তারা দু'জন তোমার বেহেশত, তারাই তোমার দোযখ। এজন্যে শরিয়তের খেলাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কথা মানতে হবে। এমনকি মাতা-পিতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। (সুরা লোকমান-১৫) তাদের কষ্ট দেওয়া কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হাদিসে বলা হয়েছে, "গুনাহসমূহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান কিন্তু মাতা-পিতার হক নষ্ট করলে এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করলে তার শাস্তি পেছানো হবে না, বরং তার শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই দেওয়া হয়।" (মাজহারি)

ইমাম বায়হাকি সাহাবি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, নবি করিম (ﷺ) বলেন- যে সেবাযত্নকারী পুত্র মাতা-পিতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব পায়। লোকেরা আরজ করল, সে যদি দিনে একশ বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একশ বার দৃষ্টিপাত করলে প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সাওয়াব পেতে থাকবে।

বায়হাকির অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মহানবি (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মাতা-পিতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন মাতা-পিতা ঐ ব্যক্তির উপর জুলুম করে? তিনি তিনবার বললেন, যদি মাতা-পিতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে, তবুও মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে।

তাই মাতা-পিতার সকল বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ফরজ। অবৈধ ও গুনাহের কাজে তাদের কথা শোনা জায়েজ নেই। হাদিস শরিফে আছে-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির কাজে কোনো সৃষ্ট জীবের আনুগত্য জায়েজ নেই।

আয়াতের শিক্ষা :

১. আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না।
২. হক্কুল্লাহর পরেই মাতা-পিতার হক।
৩. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজ।
৪. তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না।
৫. তাদেরকে ধমক দেওয়া যাবে না।
৬. তাদের সাথে নরম স্বরে কথা বলতে হবে।
৭. তাদের জন্য দোআ করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা কী?
ক. সুন্নাত খ. মুস্তাহাব
গ. ওয়াজিব ঘ. ফরজ

২. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া কী?
ক. জায়েজ খ. হারাম
গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৩. মাতা-পিতার খেদমত করার হুকুম কী?
ক. ভালো খ. মন্দ
গ. জায়েজ ঘ. ওয়াজিব

৪. মাতা-পিতাকে মানতে হবে-
i) শরিয়তের খেলাফ না হলে
ii) তাদের সন্তুষ্টি ঠিক রেখে
iii) পারিবারিক পরিবেশ ঠিক রেখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

৫. মা-বাবার জন্য দোআ করতে হবে-

i) رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا বলে

ii) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا বলে

iii) اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُبُوْرَهُمَا বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

ক্লাসে শিক্ষক মাতা-পিতার খেদমত সম্পর্কে বললেন, তোমরা মাতা-পিতাকে কষ্ট দিবেনা। তাদেরকে ধমক দিবে না, বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে। বক্তব্য শুনে ফয়সাল নামক এক ছাত্র বাড়ি গিয়ে মায়ের কাজে সাহায্য করল। এতে মা খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোআ করল।

ক. اِخْفِضْ শব্দের অর্থ কী?

খ. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا এর অর্থ কী?

গ. শিক্ষকের উপদেশের সাথে কুরআনের আয়াতের কী মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের ব্যাপারে ফয়সালের আচরণকে কি তুমি যথেষ্ট মনে কর? আলোচনা কর।

(খ) আখলাকে যামিমা বা অসৎচরিত্র

১ম পাঠ
মিথ্যার কুফল

"সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে" এটি প্রমাণিত সত্য। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। এজন্য ইসলাম মিথ্যার কুফল বর্ণনা করে তার অনুসারীদেরকে উক্ত খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
(১) যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে, তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসুল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সুরা মুনাফিকুন, ১)	١ ـ اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ .
(১০) সেই দিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের, (১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে, (১২) কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী তা অস্বীকার করে । (সুরা মুতাফফিফিন, ১০-১২)	١٠ـ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ١١ـ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ١٢ـ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

جَاءَكَ : (جاء + ك) ك শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي মাদ্দাহ ج + ي + ء জিনস مركب অর্থ: সে আপনার নিকট এসেছে। বাব ضرب মাসদার المجيئة مثبت معروف

اَلْمُنَافِقُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব مفاعلة মাসদার النفاق মাদ্দাহ ن + ف + ق জিনস صحيح অর্থ মুনাফিকের দল।

قَالُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস أجوف واوي অর্থ তারা বলল।

نَشْهَدُ : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার الشهادة মাদ্দাহ ش + ه + د জিনস صحيح অর্থ আমরা সাক্ষ্য দেই।

يَعْلَمُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع + ل + م জিনস صحيح অর্থ সে জানে বা জানবে।

لَكَاذِبُوْنَ : ل বর্ণটি تاكيد এর জন্য। ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الكذب মাদ্দাহ ك + ذ + ب জিনস صحيح অর্থ মিথ্যাবাদীগণ।

لِلْمُكَذِّبِيْنَ : ل বর্ণটি حرف جار, ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার التكذيب মাদ্দাহ ك + ذ + ب জিনস صحيح অর্থ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য।

يُكَذِّبُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التكذيب মাদ্দাহ ك + ذ + ب জিনস صحيح অর্থ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বা করবে।

مُعْتَدٍ : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاعتداء মাদ্দাহ ع + د + و জিনস ناقص واوي অর্থ সীমালংঘনকারী।

তারকিবঃ

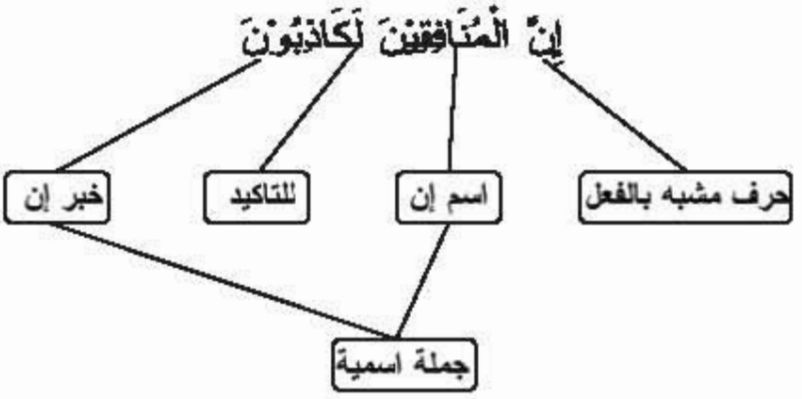

মূল বক্তব্যঃ

প্রথমোক্ত আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা মিথ্যাবাদী। পরবর্তীতে সূরা মুতাফফিফিনের আয়াতসমূহে যারা কিয়ামত ও পরকালকে মিথ্যারোপ করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঐসব মিথ্যাবাদীরা কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করে, ফলে তাদের অন্তর মরিচা যুক্ত হয়ে গেছে। তাই তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেওয়া হবে, যে জাহান্নামকে তারা মিথ্যারোপ করত।

শানে নুজুলঃ

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি যে, "আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাথীদেরকে বলেছিল, যারা রসুল (ﷺ) এর সাথে আছে, যতক্ষণ না তারা তাকে ছেড়ে দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা করো না। আর আমরা যখন মদিনায় ফিরে যাব, তখন সেখান থেকে সম্মানিতরা অসম্মানিতদেরকে বের করে দিবে।" আমি ইবনে উবাই এর উক্ত ঘটনা আমার চাচাকে বলে দিলাম। চাচা রসুল (ﷺ) কে বলে দিলেন। রসুল (ﷺ) আমাকে তালাশ করলেন। আমি উপস্থিত হয়ে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে দিলাম। তারপর রসুল (ﷺ) ইবনে উবাইকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে মিথ্যা শপথ করল এবং অস্বীকার করল। অবশেষে রসুল (ﷺ) আমাকে মিথ্যাবাদী ও ইবনে উবাইকে সত্যবাদী আখ্যা দিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ.....إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

كِذْبٌ বা মিথ্যার পরিচয়ঃ

كِذْبٌ এর শাব্দিক অর্থ- মিথ্যা। পরিভাষায়- আল্লামা ইবনে হাজার (র) বলেন,

هُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمَدًا اَوْ خَطَأً

অর্থাৎ, কোনো বিষয় সম্পর্কে ইচ্ছায় বা ভুলে বাস্তবতা বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করার নাম মিথ্যা।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেছেন- اَلْكِذْبُ اَعْظَمُ الْخَطَايَا অর্থাৎ, মিথ্যাচার হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ ।

ইমাম বুখারি (রহ.) মারফু' সনদে উল্লেখ করেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে মিথ্যা বর্জন করে।

মিথ্যার কুফলসমূহঃ

১. মিথ্যার পরিণাম ধ্বংস। যেমন বলা হয়- اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ অর্থাৎ সত্য মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংসে ডেকে আনে ।
২. মিথ্যাবাদী সকলের অপ্রিয়। সকলেই তাকে ঘৃণা ও নিন্দা করে। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। ভালোবাসে না।
৩. একটি মিথ্যা শত-সহস্র মিথ্যার জন্মদেয়।
৪. মিথ্যা সকল পাপের মূল। মিথ্যা ছাড়লে অন্যান্য পাপ থেকে রেহাই পাওয়া সহজ।
৫. মিথ্যা মুনাফিকের আলামত। আর কুরআন কারিমে আল্লাহ বলেছেন, মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের নিম্নস্তরে।
৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অত্যন্ত মারাত্মক গোনাহ।
৭. মিথ্যা এমন এক দুর্গন্ধময় পাপ, যা ফেরেশতারাও সহ্য করতে পারে না।
৮. মিথ্যা ইবাদত কবুলের অন্তরায়। রসুল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকে না, তার সাওম পালনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।

টীকা:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-এর ব্যাখ্যা:

আয়াতের অর্থ হলো- কখনও না, বরং তারা যা করে তা তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের ও পাপিষ্টদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়েছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হাদিস শরিফে আছে, বান্দা যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ - এর ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের পালনকর্তার দিদার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (র) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করবেন। নতুবা কাফেরদের পর্দার অন্তরালে রাখার ঘোষণার কোনো উপকারিতা নেই।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।
২. মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।
৩. পরকালকে মিথ্যারোপকারী বস্তুত সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ট।
৪. মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের আল্লাহ তাআলা পরকালে দিদার দিবেন না।
৫. মিথ্যাবাদীদের আবাসস্থল নিকৃষ্ট জাহান্নাম।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. قالوا এর মূল অক্ষর কী?

ক. ق+ل+و
খ. ق+و+ل
গ. ق+ي+ل
ঘ. ق+ا+ل

২. إِنَّ কোন ধরণের হরফ?

ক. حرف جار
খ. حرف ناصب
গ. حرف مشبه بالفعل
ঘ. حرف جازم

৩. মিথ্যা শব্দের আরবি হলো-

i) كبر ii) حسد

iii) كذب

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাওলানা লোকমান একজন পরহেযগার সমাজ সংস্কারক। জনৈক মাজেদ তার কিছু সঙ্গীকে লক্ষ্য করে সে বলল, তোমরা ঐ সব লোককে সাহায্য করবে না, যারা মাওলানা লোকমানের দরবারে থাকে।

৪. মাজেদ এর বক্তব্য কার বক্তব্যের সাথে মিল রাখে?

ক. আবু লাহাব খ. আবু সুফিয়ান

গ. আব্দুল্লাহ বিন উবাহ ঘ. উবাই বিন কাব

৫. নবি বা নবির ওয়ারিস আলেমদের সহযোগিতা না করা কোন ধরণের অন্যায়?

ক. জায়েজ খ. হারাম

গ. বেয়াদবি ঘ. মুবাহ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নোমান ও হাসিব ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। নোমান ফরজ নামাজ আদায় না করায় হাসিব তা শিক্ষককে অবহিত করে। শিক্ষক নোমানকে জিজ্ঞেস করলে নোমান বলল, আমি নামাজ পড়েছি। তখন শিক্ষক হাসিবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন। মূলত নোমানই ছিল মিথ্যাবাদী।

ক. সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?

খ. মিথ্যাচার কাকে বলে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা নবিযুগের কোন ঘটনার সাথে মিল রাখে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নোমানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

২য় পাঠ
অহংকারের পরিণতি

অহংকার পতনের মূল। মানুষের যাবতীয় খারাপ গুণের মূল হলে অহংকার। অহংকারীকে কেউ ভালোবাসেনা। অহংকারের কারণেই আজাজিল অভিশপ্ত ইবলিসে পরিণত হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
١١ ـ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ	(১১) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করি অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তারপর ফেরেশতাদেরকে আদমকে সিজদা করতে বলি। ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হল না।
١٢ ـ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ.	(১২) তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কাঁদা দ্বারা সৃষ্টি করেছ।
١٣ ـ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ	(১৩) তিনি বললেন, এই স্থান থেকে নেমে যাও। এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভূক্ত। (সুরা আরাফ: ১১-১৩)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

خَلَقْنٰكُمْ : এখানে كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الخلق মাদ্দাহ خ + ل + ق জিনস صحيح অর্থ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।

صَوَّرْنٰكُمْ : এখানে كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت অর্থ আমি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছি। মাদ্দাহ ص + و + ر জিনস اجوف واوي মাসদার التصوير বাব تفعيل معروف

قُلْنَا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস اجوف واوي অর্থ আমি বলেছি।

اُسْجُدُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব نصر মাসদার السجود মাদ্দাহ س + ج + د জিনস صحيح অর্থ তোমরা সাজদা কর।

لَمْ يَكُنْ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব نصر মাসদার الكون মাদ্দাহ ك + و + ل জিনস اجوف واوي অর্থ সে হয়নি।

مَنَعَكَ : এখানে ك বর্ণটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت অর্থ সে তোমাকে নিষেধ করল। মাদ্দাহ م + ن + ع জিনস صحيح বাব فتح মাসদার المنع معروف

اَمَرْتُكَ : এখানে ك বর্ণটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ ماضي مثبت অর্থ আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছি। মাদ্দাহ أ + م + ر জিনস مهموز فاء বাব نصر মাসদার الأمر معروف

خَلَقْتَنِيْ : এখানে ني শব্দটি ضمير منصوب متصل অর্থ আমাকে। ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الخلق মাদ্দাহ خ + ل + ق জিনস صحيح অর্থ আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

فَاهْبِطْ : এখানে ف বর্ণটি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الهبوط মাদ্দাহ ه + ب + ط জিনস صحيح অর্থ তুমি নাম, অবতরণ কর।

اَنْ تَتَكَبَّرَ : এখানে ان শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التكبر মাদ্দাহ ك + ب + ر জিনস صحيح অর্থ তুমি অহংকার করছো বা করবে।

اُخْرُجْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الخروج মাদ্দাহ خ+ر+ج জিনস صحيح অর্থ তুমি বের হও।

صَاغِرِيْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার الصغر মাদ্দাহ ص+غ+ر জিনস صحيح অর্থ নিকৃষ্ট / ছোট।

তারকিব:

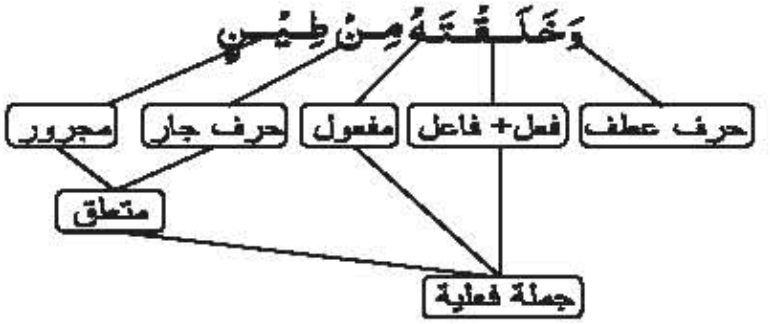

মূল বক্তব্য:

আল্লাহ তাআলা আদম (عليه السلام) কে সৃষ্টি করার পর ইলমের পরীক্ষায় পরাজিত হওয়ায় ফেরেশতাদের আদমকে সাজদা করার হুকুম দিলেন। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই তাকে সাজদা করল। ইবলিস যুক্তি ও অহংকারবশতঃ বলল, আমি আগুনের তৈরি আর আদম মাটির তৈরি। আল্লাহ তার অহংকার এর কারণে তাকে বহিষ্কার করে দিলেন এবং নীচ ও হীনদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।

আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা:

মানব সৃষ্টির পূর্বে জিন ও ফেরেশতারা আল্লাহর ইবাদত করত। আল্লাহ তাআলা যখন মানব সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং ফেরেশতাদেরকে সিদ্ধান্ত জানালেন। তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা জমিনে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে অথচ আমরাই তো আপনার ইবাদত করি। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদম ও ফেরেশতাদের মাঝে পরীক্ষার আয়োজন করলেন। আদম (عليه السلام) সব প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দিলেন, কিন্তু ফেরেশতারা বলল, سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا অর্থাৎ আপনি পবিত্র, আপনি যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত আমরা কিছুই জানি না। আদম (عليه السلام) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদম (عليه السلام) কে সাজদা করতে। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সাজদা করল। এ সম্পর্কে ইবলিসকে প্রশ্ন করা হলে সে অহংকারবশত বলে উঠল, আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দিয়ে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দিয়ে। কেন আমি তাকে সাজদা করবো? এ কথার কারণে আল্লাহ তাকে বহিষ্কার করে দিলেন।

অহংকারের পরিচয়:

অহংকার শব্দের আরবি হলো كِبْر ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, كِبْر হলো-

اِسْتِعْظَامُ النَّفْسِ وَرُؤْيَةُ قَدْرِهَا فَوْقَ قَدْرِ الْغَيْرِ

অর্থ- নিজেকে বড় মনে করা এবং নিজের মর্যাদাকে অন্যের মর্যাদার উর্দ্ধে মনে করা।

অহংকারের হুকুম :

ইমাম যাহাবি (রহ.) বর্ণনা করেছেন, অহংকার কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট অহংকার হচ্ছে, জ্ঞান নিয়ে গর্ব করা। মুসলমানদের সাথে জ্ঞানের গর্ব করা বড় ধরণের অহংকার।

হজরত লোকমান (عليه السلام) তার পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا অর্থ- তুমি জমিনে গর্বভরে চলো না।

একজন মানুষের মনুষ্যত্বের স্তর থেকে ছিটকে পড়ার জন্য অহংকারই যথেষ্ট। হাদিস শরিফে রসুল (ﷺ) বলেছেন- لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

অর্থ- যার অন্তরে সামান্যতম অহংকারও রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
কারণ, এটি বান্দা ও জান্নাতের মাঝে পর্দা সৃষ্টি করে। যার ফলে মুমিন জান্নাতে যেতে পারে না।

টীকা:

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ এর ব্যাখ্যা:

উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্যটি ছিল ইবলিসের একটি যুক্তি। আর তাহলো- ইবলিস বলল, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, যা উর্দ্ধমুখী। আর আদমকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে, যা নিম্নমুখী। সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। কেন আমি তাকে সাজদা করবো? এতে প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তি নয়, বরং মেনে নেয়াই হলো ইসলাম। যার বিপরীত ঘটেছে ইবলিসের বেলায়।

فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا এর ব্যাখ্যা:

ইবলিসকে সাজদা করতে বলায় সে যখন অহংকারবশতঃ যুক্তি দেখাল, তখন আল্লাহ তাকে বললেন, এখানে অহংকার করার মত তোমার কোনো অধিকার নেই। فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

অর্থাৎ, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

আয়াতে কারিমা দ্বারা প্রতীয়মান হয় অহংকার পতনের মূল। যেমন ইবলিসের পতন হয়েছে। অথচ একদা সে ছিল আল্লাহর مُقَرَّبٌ তথা নৈকট্যশীল বান্দা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. সৃষ্টিকর্তার আদেশ অলংঘনীয়।
২. অহংকার পতনের মূল।
৩. যুক্তি নয়, বরং মেনে নেওয়াই ইসলাম।
৪. মানুষ আল্লাহর প্রিয় মাখলুক।
৫. মানুষকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন জ্ঞান দিয়ে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. অহংকার শব্দের আরবি কী?

ক. كبر　　খ. عجب

গ. حسد　　ঘ. كذب

২. অহংকার করা কী?

ক. কবিরা গুনাহ　　খ. ছগিরা গুনাহ
গ. মুবাহ　　ঘ. মাকরুহ

৩. اسجدوا এর মাসদার হলো-

i) السجدة　　ii) السجود

iii) السجد

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাদরা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সাহেব তার পিয়ন নয়নকে ঘণ্টা দিতে বলল। নয়ন অস্বীকৃতি জানালে তার চাকুরি চলে যায়। ফলে সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

৪. পিয়ন নয়নের চাকুরি যাওয়ার কারণ কী ছিল?

ক. অক্ষমতা খ. অজ্ঞতা
গ. অযোগ্যতা ঘ. অহংকার

৫. পিয়ন নয়নের চাকুরিচ্যুত হওয়া তোমার দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে?

ক. নয়নের প্রতি উচিত বিচার খ. নয়নের প্রতি জুলুম
গ. অধ্যক্ষ সাহেবের অদক্ষতা ঘ. অধ্যক্ষ সাহেবেরে ব্যর্থতা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

৬ষ্ঠ শ্রেণির কুরআন ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদেরকে হাতের লেখা আনতে বললেন। সকল ছাত্র হাতের লেখা আনলো, কিন্তু জামিল খাঁন আনলো না। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো: আমার হাতের লেখাতো খুব সুন্দর। আমি কেন হাতের লেখা আনবো। এতে শিক্ষক মনক্ষুন্ন হলেন।

ক. فاخرج অর্থ কী?

খ. অহংকার কাকে বলে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জামিল খাঁনের সাথে কার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জামিল খাঁনের কর্তব্য কী ছিল? এ সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

৩য় পাঠ
পরনিন্দা

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ব্যক্তি শান্তি অপেক্ষা এখানে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলার মূল্য বেশী। তাই তো সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী সকল কাজ এখানে হারাম। পরনিন্দা তন্মধ্যে অন্যতম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ. [الحجرات:١٢]	(১২) হে মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না। এবং একে অপরের পিছনে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাবে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণার্হ মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সুরা হুজুরাত, ১২)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اِجْتَنِبُوْا : ছিগাহ أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر বাব افتعال মাসদার الاجتناب মাদ্দাহ ج + ن + ب জিনস صحيح অর্থ তোমরা বিরত থাক।

اَلظَّنُّ : অর্থ ধারণা করা। শব্দটি باب نصر থেকে মাসদার।

لَا تَجَسَّسُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التجسس মাদ্দাহ ج + س + س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না।

لَا يَغْتَبْ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاغتياب মাদ্দাহ غ + ي + ب জিনস أجوف يائي অর্থ সে যেন অগোচরে নিন্দা না করে।

اَيُحِبُّ : এখানে أ টি استفهام এর জন্য, অর্থ- কি। ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح + ب + ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ সে পছন্দ করে।

يَأْكُلُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ + ك + ل জিনস مهموز فاء অর্থ সে খায়।

لَحْمٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে لحوم অর্থ গোস্ত।

فَكَرِهْتُمُوْهُ : এখানে ف শব্দটি حرف عطف এবং শেষোক্ত ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার الكراهة মাদ্দাহ ك + ر + ه জিনস صحيح অর্থ তোমরা তাকে অপছন্দ করেছ।

اِتَّقُوْا : ছিগাহ أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و + ق + ي জিনস لفيف مفروق অর্থ তোমরা ভয় করো।

تَوَّابٌ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব نصر মাসদার التوبة মাদ্দাহ ت + و + ب জিনস أجوف واوي অর্থ- ক্ষমাশীল।

তারকিব:

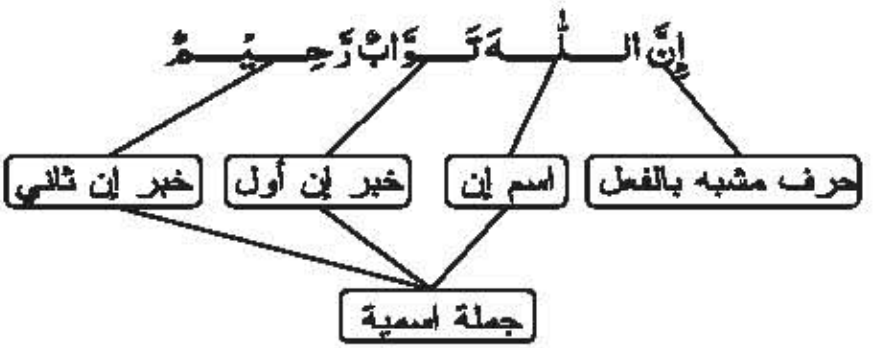

মূল বক্তব্য:

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় কোনো মানুষ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কুধারণা অধিকাংশ সময় মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন হয়ে থাকে। এমনিভাবে কোনো মানুষের গোপন বিষয় অনুসন্ধানের ব্যাপারেও নিষেধ করা হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তির গিবত করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি কুরআন কারিমে একে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

টীকা:

ظَـنٌّ : শব্দের অর্থ ধারণা করা, আন্দাজে কথা বলা। এখানে ظَنٌّ বলতে ظَنُّ سُوْءٍ বা মন্দ ধারণা, কুধারণা উদ্দেশ। এটা হারাম। জানা প্রয়োজন যে, ধারণা মোট চার প্রকার। যথা-

১. হারাম ধারণা: আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা পোষণ করা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন বা সর্বদা বিপদেই রাখবেন। এমনিভাবে যে মুসলমানকে বাহ্যিকভাবে সৎ মনে হয় তার সম্পর্কেও কুধারণা করা হারাম। হাদিসে আছে- إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ তোমরা ধারণা হতে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর। (তিরমিজি, আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে।)

২. ওয়াজিব ধারণা: যেখানে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট প্রমাণ নেই সেখানে প্রবল ধারণানুযায়ী আমল করা وَاجِبٌ যেমন: মোকাদ্দামার ফয়সালার ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্যানুযায়ী রায় দেওয়া।

৩. জায়েজ ধারণা: যেমন, নামাজের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ হলে (৩/৪ রাকাত) তখন প্রবল ধারণানুযায়ী আমল করা জায়েজ।

৪. মুস্তাহাব ধারণা: সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। হাদিসে আছে حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ, ভালো ধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ, বায়হাকি, আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে)

تَجَسُّسْ :

গোয়েন্দাগিরি করা বা কারো দোষ সন্ধান করা। কোনো মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে বের করা জায়েজ নয়। হাদিস শরিফে আছে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন তাকে স্বগৃহে লাঞ্ছিত করে দেন। (কুরতুবি) সুতরাং, গোপনে বা নিদ্রার ভান করে কারো কথাবার্তা শোনা নিষিদ্ধ এবং تَجَسُّسْ এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের বা অন্য মুসলমানদের হেফাজতের উদ্দেশ্য থাকে তবে শত্রুর ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধিমূলক কথাবার্তা শোনা জায়েজ। (বয়ানুল কুরআন)

اَلْغِيْبَةُ :

গিবত কথাটা غيب হতে এসেছে। যার অর্থ- অনুপস্থিত। আর গিবত অর্থ পশ্চাতে নিন্দা করা। পরিভাষায়- ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فِيْ حَالِ غَيْبَتِهٖ তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে কষ্ট দেয় এমন আলোচনা করাকে গিবত বলা হয়। গিবত করা হারাম। যদি উল্লেখিত দোষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তবে তা হলো গিবত। অন্যথায় অপবাদ হবে, যা আরো মারাত্মক। গিবত করা কবিরা গুনাহ। একে পবিত্র কুরআনে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। গিবত করা ও শ্রবণ করা সমান অপরাধ।

হজরত মায়মুন রা. বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির গোলামের গিবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনো কোনো মন্দ কথা বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গিবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এ ঘটনার পর থেকে হজরত মায়মুন রা. নিজে কখনো কারো গিবত করেননি এবং তার মজলিশে কারো গিবত করতে দেননি। (মাজহারি)

এক হাদিসে আছে, রসুল (ﷺ) বলেন-

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَنَسٍ)

অর্থাৎ, গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গুনাহ। সাহাবারা আরজ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যে গিবত করে তাকে প্রতিপক্ষ মাফ না করা পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ হয় না। (মাজহারি)

তাই গিবতকৃতের নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। সে মারা গেলে তার কবর জিয়ারত করে তার জন্য দোআ করলে মাফের আশা করা যায়।

গিবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। শিশু, পাগল ও কাফেরের গিবত করাও হারাম। তবে প্রকাশ্য ফাসেকের অপকর্মের কথা বলা, কাজির কাছে নালিশের জন্য কারো দোষ বলা ইত্যাদি গিবতের পর্যায়ভুক্ত নয়।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. কারো ব্যাপারে কুধারণা করা নিষেধ।
২. কারো দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা নিষেধ।
৩. অন্যের গিবত করা হারাম।
৪. গিবতকারী তাওবা করলে গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া সাপেক্ষে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন।
৫. সকল ধারণা সঠিক হয় না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. ظن কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার　　খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার　　ঘ. ৫ প্রকার

২. অন্যের প্রতি সুধারণা রাখার হুকুম কী?

ক. واجب　　খ. فرض
গ. سنة　　ঘ. مستحب

৩. রহিম খালেদের রুমের জানালার পাশে কান লাগিয়ে গোপন কথা শোনার চেষ্টা করল। রহিমের কাজটি কেমন?

ক. حرام　　খ. مكروه
গ. خلاف أولى　　ঘ. مباح

৪. গিবতের কাফফারা হলো-

i) আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া ii) গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া

iii) মনে মনে অনুশোচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. গিবতকে কার গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ক. মরা ভাইয়ের খ. জীবিত ভাইয়ের

গ. অমুসলিমের ঘ. মুসলিমের

খ. সৃজনশীল প্রশ্নঃ

খালেদ তার বন্ধুদের আড্ডায় করিম সম্পর্কে বলল, সে লোকটা বেশি ভালো নয়। খালেদের এক বন্ধু বলল, করিমের সমালোচনা করা হচ্ছে। এটা পাপ। খালেদ বলল, আমি সত্য কথা বলছি।

ক. الغيبة এর অর্থ কী?

খ. الغيبة বলতে কী বুঝায়?

গ. খালেদের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিত ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কার পক্ষ নিবে এবং কেন? বিশ্লেষণ কর।

৪র্থ পাঠ

অপচয়

ইসলাম সত্য ও সুন্দর ধর্ম। শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি কোনোটাই এখানে ভালো নয়। তাই কৃপণতা যেমন জায়েজ নেই, তদ্রূপ অপচয় এবং অপব্যয়ও এ ধর্মে অবৈধ। সকল কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। কারণ, অপচয়কারী শয়তানের ভাই। অপচয় দারিদ্র্য আনে, আর দারিদ্র্য কুফরির দিকে ধাবিত করে।এ জন্যই ইসলামে অপচয়কে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (سورة الأعراف:٣١)	(৩১) হে বনি আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সুরা আরাফ, ৩১)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

خُذُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা গ্রহণ করো।

زِيْنَةٌ : সৌন্দর্য/ সাজ-সজ্জা, সুন্দর পোশাক।

كُلُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ+ك+ل জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা খাও।

اِشْرَبُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব سمع মাসদার الشرب মাদ্দাহ ش+ر+ب জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পান করো।

لَا تُسْرِفُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإسراف
মাদ্দাহ س+ر+ف জিনস صحيح অর্থ- তোমরা অপচয় করো না।

لَا يُحِبُّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب
মাদ্দাহ ح+ب+ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ তিনি ভালোবাসেন না।

اَلْمُسْرِفِيْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسراف মাদ্দাহ س+ر+ف
জিনস صحيح অর্থ অপচয়কারীগণ।

তারকিব:

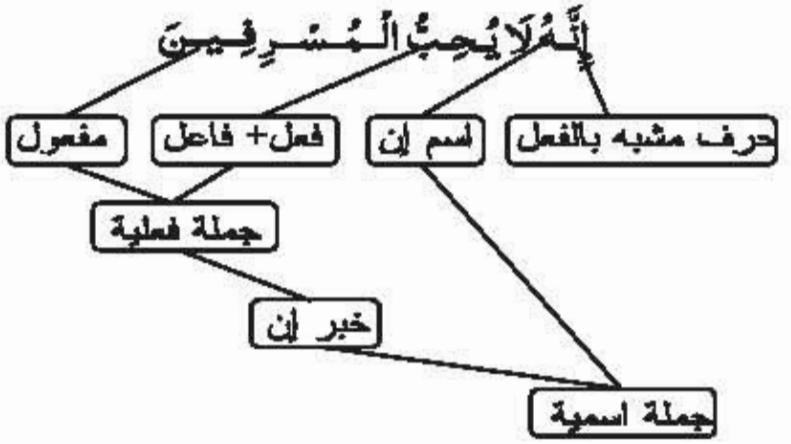

নাজিলের প্রেক্ষাপট:

জাহেলি যুগে আরবরা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরিফ তাওয়াফ করতো এবং হজের দিনগুলোতে ভালো খানা খাওয়াকে গুনাহের কাজ মনে করতো। তাদের এ ভ্রান্ত কাজ-কর্মের মুলোৎপাটন করে মুমিনদেরকে উত্তম নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। (مَعَارِفُ الْقُرْآن)

মূল বক্তব্য:

ইসলাম সুন্দর ধর্ম। সৌন্দর্যকে পছন্দ করে। এজন্য আল্লাহ পাক নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করার আদেশ করেছেন। খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে অপচয়কে নিষেধ করেছেন। কারণ অপচয় করা শয়তানি খাছলাত এবং আল্লাহ পাকও তা পছন্দ করেন না। তাই অপচয় থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। এটাই আয়াতের উদ্দেশ্য।

টীকা:

নামাজে পোশাকের হুকুম: পোশাক পরিধান করে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হচ্ছে- পুরুষের জন্য নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও পদযুগল ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ শরীর নামাজের সময় ঢাকা ফরজ। একে সতর বলে। নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সতর ঢাকা ফরজ। এ হলো ফরজ পোশাকের কথা, যা না হলে নামাজই হয় না। নামাজে শুধু সতর আবৃত করাই কাম্য নয়, বরং আয়াতে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতে বলা হয়েছে। তাই পুরুষের খালি মাথায় নামাজ পড়া কিংবা কনুই খুলে নামাজ পড়া মাকরুহ। হাফশার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গোটানো অবস্থায় হোক সর্বাবস্থায় মাকরুহ। (مَعَارِفُ الْقُرْاٰنِ)

হজরত হাসান বসরি (র) নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তাই আমি তাঁর সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন, خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। (সুরা আরাফ, ৩১)

إِسْرَافٌ:

إِسْرَافٌ অর্থ- অপচয় করা। ইহা হারাম কাজ। বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে إِسْرَافٌ বলে। ইসলামে পানাহারের আদেশ করার সাথে সাথে إِسْرَافٌ কে নিষেধ করা হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার ফরজ। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দূর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরজ কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম হয় তবে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

আবার ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। ইসলামে উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। (اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ)

তাই পানাহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন-

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

এবং যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না। বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সুরা ফুরকান, ৬৭)

হজরত ওমর (রা) বলেন, বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। (রুহুল মাআনি)

অপচয়কারী শয়তানের ভাই। অপচয় করলে জীবনে বরকত হয় না। হাদিস শরিফে আছে-

مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মধ্যমপন্থায় ব্যয় করে সে দরিদ্র হয় না। তাই জীবন যাপনে মধ্যমপন্থী হতে হবে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

তাফসিরে مَعَارِفُ الْقُرْاٰنِ এ বলা হয়েছে, এ আয়াত থেকে কয়েকটি শিক্ষা পাওয়া যায়। যথা-

১. যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার করা ফরজ।
২. শরিয়তের দলিল দ্বারা হারাম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব হালাল।
৩. আল্লাহ ও রসুলের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করাও অপব্যয়।
৪. যেসব বস্তু আল্লাহ হালাল করেছেন তা হারাম মনে করা মহাপাপ।
৫. পেট ভরে খাওয়ার পর আহার করা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।
৬. এত কম খাওয়া যাবে না- যাতে শরীর দূর্বল হয়ে পড়ায় ফরজ কাজে ব্যাঘাত ঘটে।
৭. সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও পাপ।
৮. মনে কিছু চাইলেই তা খাওয়া অপচয়। (مَعَارِفُ الْقُرْاٰنِ)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. إِنَّ কোন প্রকারের হরফ?

ক. حرف العلة
খ. حرف مشبه بالفعل
গ. الحرف الشمسي
ঘ. الحرف القمري

২. كلوا এর মাদ্দাহ কী?

ক. ك+ل+و
খ. ك+ل+ا
গ. أ+ك+ل
ঘ. ل+و+ا

৩. হাতের কনুই খোলা রেখে নামাজ পড়া কী?

ক. حرام
খ. مكروه
গ. مباح
ঘ. خلاف أولى

৪. إسراف এর হুকুম কী?

ক. حرام খ. مكروه

গ. مباح ঘ. خلاف أولى

৫. অপচয়কারীকে আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

i) শয়তানের বন্ধু ii) শয়তানের ভাই

iii) শয়তানের বাবা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রইসুদ্দিন ধনী মানুষ। তার ছোট ছেলে পেটপুরে খাবার খায় এবং বলে, খাবার নষ্ট করা অপচয়। আর অপচয় গুনাহ। কিন্তু বড় ছেলে বলে, বেশি খেলে সম্পদ অপচয় হবে। তাই সে মোটেই খেতে চায় না।

ক. إسراف অর্থ কী?

খ. إسراف কাকে বলে?

গ. রইসুদ্দিনের ছোট ছেলের আচরণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি দুই ছেলের কাকে এবং কেন সমর্থন করবে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়
তাজভিদ শিক্ষা

১ম পাঠ
তাজভিদের গুরুত্ব ও পরিচয়

ইলমে তাজভিদের গুরুত্বঃ

আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম। এতে মানবজীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই কুরআন মাজিদ পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবে অশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা যাবে না। কারণ তাতে কঠিন গুনাহ হয়। হাদিস শরিফে আছে-

رُبَّ تَالٍ لِّلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ – (كذا في الإحياء عن انس)

অর্থ : কুরআনের অনেক পাঠক আছে, কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়। অর্থাৎ যারা শুদ্ধরূপে তেলাওয়াত করে না।

শুদ্ধরূপে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ পাক আল-কুরআনে আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে- وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا (سورة المزمل)

অর্থ : আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। আর তারতিল বলা হয়- শুদ্ধরূপে আস্তে আস্তে পাঠ করাকে।

তাই শুদ্ধরূপে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য عِلْمُ التَّجْوِيْدِ শিক্ষা করা কর্তব্য।

তাজভিদের পরিচয় :

تَجْوِيْدٌ মানে সুন্দর করা। যে নিয়ম-কানুন মেনে কুরআন পাঠ করলে পঠন সুন্দর ও শুদ্ধ হয় তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পাঠ করা সকল ওলামার ঐকমত্যে ফরজ।

তাই আমাদের আরবি হরফের মাখরাজ, সিফাত, নুন সাকিন ও তানভিনের আহকাম ইত্যাদি তাজভিদের নিয়ম-কানুন জানা দরকার। যাতে আরবি হরফকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে শুদ্ধরূপে কুরআন তেলাওয়াত করা যায়।

২য় পাঠ

আরবি হরফসমূহের মাখরাজের বিবরণ

মাখরাজ অর্থ- বের হওয়ার স্থান। পরিভাষায়-আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। ইলমে তাজভিদে মাখরাজের গুরুত্ব অপরিসীম। হরফের মাখরাজ না জানলে সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয়। অনেক সময় ভুল উচ্চারণের কারণে কুরআন মাজিদের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। যাতে নামাজও নষ্ট হয়। আরবি ভাষায় ২৯টি হরফ উচ্চারণের মোট মাখরাজ (১৬+১) = ১৭টি।

এক. কণ্ঠনালীর শুরু হতে ء ও ه উচ্চারিত হয়। যেমন- اَهْ ، اَءْ

দুই. কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে ع ও ح উচ্চারিত হয়। যেমন- اَعْ–اَحْ

তিন. কণ্ঠনালীর শেষ হতে غ ও خ উচ্চারিত হয়। যেমন- اَغْ–اَخْ

এ ছয়টি (ء–ه–ع–ح–غ–خ) হরফকে একত্রে হরফে হলকি বা কণ্ঠনালীর হরফ বলে।

চার. জিহবার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ق উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَقْ

পাঁচ. জিহবার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ك উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَكْ

ছয়. জিহবার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ج–ش–ي উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَيْ.اَشْ.اَجْ

সাত. জিহবার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের সাথে লাগায়ে ض উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَضْ

আট. জিহবার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লাগায়ে ل উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَلْ

নয়. জিহবার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ن উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَنْ

দশ. জিহবার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ر উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَرْ

এগার. জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগায়ে ط–د–ت উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَتْ–اَدْ–اَطْ

বার. জিহবার আগা সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ص.س.ز উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَصْ.اَسْ.اَزْ

তের. জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ظ-ذ-ث উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَظْ-اَذْ-اَثْ

চৌদ্দ. নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ف উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَفْ

পনের. দুই ঠোঁট হতে و-ب-م উচ্চারিত হয় , ঠোঁট গোল করে মুখ খোলা রেখে, ب ঠোঁটের ভিজা জায়গা হতে এবং م দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হতে উচ্চারিত হয়। যেমন-اَمْ-اَبْ-اَوْ

ষোল. মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের অক্ষর পড়তে হয়। যেমন- بَا-بِيْ-بُوْ

সতের. নাকের বাঁশি হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমন- مَنْ يُّؤْمِنُ-اِنَّ

৩য় পাঠ
নুন সাকিন ও তানভিনের বিধান

নুন এর উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন এবং দুই যবর, দুই যের এবং দুই পেশকে তানভিন বলে। নুন সাকিন (نْ) তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একত্রে উচ্চারিত হয়। পৃথকভাবে একাকী উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন নুন সাকিন (نْ) হামজার সাথে মিলে আন (اَنْ) হলো।

আর তানভিন কোনো হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। এ জন্য তাকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত করলে, তখন তানভিনে একটি গুপ্ত নুন উচ্চারিত হয়। যেমন- اًاٍاٌ এক্ষেত্রে নুন গুপ্ত রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ اَنْ اِنْ اُنْ

নুন সাকিন (نُوْن سَاكِن) ও তানভিন (تَنْوِيْن) পাঠ করার নিয়ম চার প্রকার। যথা-

১. ইজহার (اِظْهَار) (স্পষ্ট করা) ২. ইকলাব (اِقْلَاب) (পরিবর্তন করা)

৩. ইদগাম (اِدْغَام) (মিলিত করা) ৩. ইখফা (اِخْفَاء) গোপন করা।

১. ইজহার (اِظْهَار) : এর শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট করে পাঠ করা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হুরুফে হলকি (ء-ه-ح-خ-ع-غ) ছয়টির কোনো একটি আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে তার নিজ মাখরাজ থেকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট উচ্চারণ করা। যথা-

عَذَابٌ اَلِيْمٌ-عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-مِنْ اَمْرٍ-مِنْ خَيْرٍ

উল্লেখ্য, নুন সাকিন এবং তানভিন উভয়ের মধ্যে উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নুন সাকিন ওয়াক্‌ফ (وَقْف) এবং ওয়াসল (وَصْل) উভয় অবস্থায় নিজ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন- مِنْ قَبْلُ۔رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ইত্যাদি।

ওয়াক্‌ফ অবস্থায় তানভিন উচ্চারিত হয় না; বরং তা সাকিন হয়ে যায়। যেমন- اَللّٰهُ اَحَدٌ এখানে দাল-এর তানভিন উচ্চারিত না হয়ে সাকিন হয়েছে। অর্থাৎ اَحَدْ হয়েছে। কিন্তু ওয়াসাল (মিলিত) অবস্থায় তানভিন উচ্চারিত হয়। যথা- مَآءٍ دَافِقٍ শব্দের হামযা (ء) এর তানভিন উচ্চারিত হয়েছে।

২. ইক্বলাব (اِقْلَاب) : অর্থ পরিবর্তন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ب) হরফ হলে নুন সাকিন ও তানভিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করাকে ইকলাব (اِقْلَاب) বলে। এ স্থলে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ গুন্নাহর সাথে পাঠ করতে হয়। যেমন- مِنْ بَعْدِ۔سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ইত্যাদি।

৩. ইদগাম (اِدْغَام) : অর্থাৎ মিলিত করা। ইদগামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- اِدْخَالُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ অর্থাৎ একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করানো। আর তাজভিদ শাস্ত্রে ইদগাম হলো- একটি হরফকে অন্য একটি হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে উচ্চারণ করা। এক্ষেত্রে প্রথম হরফটি দ্বিতীয় হরফের মধ্যে এমনভাবে মিলিত হবে যাতে প্রথম হরফের মাখরাজ ও সিফাত বিলীন হয়ে দ্বিতীয় হরফের রূপ ধারণ করে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় হরফটি তাশদিদযুক্ত হবে। একে ইদগামে তাম (اِدْغَام تَامٌّ) বলে।

আর পরস্পর দুটি হরফ মিলিত হওয়ার পরে প্রথম হরফটির কিঞ্চিৎ মাখরাজ ও সিফাত উচ্চারিত হলে তাকে ইদগামে নাকেস (اِدْغَام نَاقِصٌ) বলে।

ইদগামের হরফ ছয়টি; যথ: ي-ر-م-ل-و-ن একত্রে يَرْمَلُوْنَ বলে।

ইদগাম দুই প্রকার। যথা- ১. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ (اِدْغَام مَعَ الْغُنَّة)

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (اِدْغَام بِلَاغُنَّة)

১. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ (اِدْغَام مَعَ الْغُنَّة): নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ২য় শব্দের শুরুতে ইদগামের চারটি হরফ ي-م-ن-و (একত্রে يمنو)- এর কোনো একটি হরফ হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে তার পরবর্তী হরফের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম মায়াল গুন্নাহ বলে। যেমন- قَوْمٌ يَّعْقِلُوْنَ۔مِنْ مَّالٍ۔مِنْ وَّالٍ ইত্যাদি।

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (اِدْغَام بِلَاغُنَّة) : নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ২য় শব্দের শুরুতে ইদগামের দুটি হরফ ر ـ ل -এর কোনো একটি হরফ হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে নিজ মাখরাজ ও সিফাত বিলীন করে গুন্নাহ ব্যতীত ইদগাম করে পাঠ করাকে ইদগামে বিলা গুন্নাহ (اِدْغَام بِلَاغُنَّة) বলে। একে ইদগামে তাম বা পরিপূর্ণ ইদগামও বলে। যেমন- رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ مِنْ رَّبِّهِمْ ـ مَنْ لَّا يُحِبُّ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চার স্থানে ইদগাম হয় না। যেমন- دُنْيَا ـ بُنْيَانٌ ـ صِنْوَانٌ ـ قِنْوَانٌ ـ এ সকল স্থানে ইদগাম না হওয়ার কারণ এই যে, এখানে একই শব্দে নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইদগামের হরফ হয়েছে। এটা ইদগামের নিয়মের পরিপন্থী হওয়ার কারণে ইদগাম হয়নি। ইদগাম হতে হলে দুই শব্দে দুই হরফ থাকতে হয়। আর ইদগামের উদ্দেশ্য হলো কঠিন উচ্চারণকে সহজ করা। পক্ষান্তরে উক্ত শব্দসমূহে ইদগাম করলে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। যেমন- دُنْيَا কে دُنْيَّا, بُنْيَانٌ কে بُنْيَّانٌ, قِنْوَانٌ কে قِنْوَّانٌ এবং صِنْوَانٌ কে صِنْوَّانٌ

৪. ইখফা (إِخْـفَـاء) : ইখফা বলতে বোঝায় নুন সাকিন ও তানভিনকে এমনভাবে গোপন করে পাঠ করা যাতে তা ইজহার ও ইদগাম উচ্চারণের মাঝামাঝি অবস্থায় উচ্চারিত হয়।

তাজভিদ বিশারদগণের অভিমত اَلْاِخْـفَـاءُ حَـالَـةٌ بَـيْـنَ الْاِظْـهَـارِ وَالْاِدْغَـامِ অর্থাৎ ইজহার এবং ইদগামের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইখফা বলে। সুতরাং ইখফার হরফের যে কোনো একটি হরফ নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে গুন্নাহ সহকারে ইখফা (اِخْـفَـاء مَـعَ الْـغُـنَّـة) করতে হয়। একে ইখফায়ে হাকিকি বলে।

ইখফার হরফ পনেরটি :

ت ـ ث ـ ج ـ د ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ف ـ ق ـ ك

ইখফার উদাহরণ :

لَنْ تَنَالُوا ـ مِنْ ثَـمَـرَاتٍ ـ يَنْسِلُوْنَ ـ عَمَلًا صَالِحًا ـ مَآءٍ دَافِقٍ

৪র্থ পাঠ
মিম সাকিনের বিধান

মিম (م) হরফের উপর জযম হলে তাকে মিম (مْ) সাকিন বলে। উক্ত মিম সাকিন পাঠ করার নিয়ম তিন প্রকার। যথা-

১. ইখফা (اِخْفَاء)

২. ইদগাম (اِدْغَام)

৩. ইজহার (اِظْهَار)

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. ইখফা (اِخْفَاء) :

মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) হরফ হলে ঐ মিম সাকিনকে اِخْفَاء مَعَ الْغُنَّة বা গুন্নাহ সহকারে ইখফা (اِخْفَاء) করতে হয়। উচ্চারণকালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ গুন্নাহ লোপ পায় এবং এক আলিফ থেকে দেড় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। একে ইখফায়ে শাফাভি বলে। যেমন- وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ۔تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ ইত্যাদি।

২. ইদগাম (اِدْغَام) :

মিম সাকিনের পরে আরো একটি হরকতযুক্ত মিম হলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহ সহকারে পাঠ করাকে ইদগাম বলে। এটা উচ্চারণকালে তাশদিদযুক্ত মিমের ন্যায় উচ্চারিত হয় এবং গুন্নাহর কোনো পরিবর্তন হয় না। এ ইদগামকে মিসলাইন (সগির) বলে। যেমন- فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ۔اَمْ مَّنْ خَلَقَ۔عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ইত্যাদি।

৩. ইজহার (اِظْهَار) :

মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) এবং 'মিম' (م) ব্যতীত বাকি সাতাশ হরফের কোনো একটি হরফ হলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্ট করে পাঠ করতে হয়। যেমন- اَلْحَمْدُ ۔ اَنْعَمْتَ ۔ اَلَمْ تَرَ ۔ وَهُمْ خَالِدُوْنَ ইত্যাদি।

৫ম পাঠ
মাদ্দের বিবরণ

মাদ্দ (مَـدٌّ) শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা। পরিভাষায়-কুরআন শরিফের অক্ষরগুলোকে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দীর্ঘ উচ্চারণে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দের হরফ :

মাদ্দের হরফ ৩টি। যথা- (১)। (الف) যখন খালি থাকে এবং তার ডানে যবর থাকে। (২) و (واو) যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানে পেশ থাকে। (৩) ي (ياء) যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানে যের থাকে। উদাহরণ : نُوْحِيْهَا তবে যদি و সাকিন ও ى সাকিনের ডানে যবর থাক তাহলে উক্ত و ও ى কে লিনের হরফ বলে। جَيْ-بَوْ

মাদ্দের পরিমাণ :

মাদ্দ ১ থেকে ৪ আলিফ পর্যন্ত করা যায়। ২টি হরকত একসাথে উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তাই হলো ১ আলিফ। যেমন-بَ+بَ বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় তা এক আলিফের পরিমাণ।

অথবা, হাতের একটি আঙ্গুল সোজা অবস্থা থেকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ, দুটি আঙ্গুল বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে দু'আলিফ, এভাবে তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

মাদ্দের প্রকারভেদ :

পরিমাণের দিক থেকে মাদ্দ ৩ প্রকার। যথা-

(১) এক আলিফ মাদ্দ
(২) তিন আলিফ মাদ্দ
(৩) চার আলিফ মাদ্দ।

এক আলিফ মাদ্দের বর্ণনা :

এক অলিফ মাদ্দ ৩ প্রকার। যথা- ১। মাদ্দে তবায়ি , ২। মাদ্দে বদল, ৩। মাদ্দে লিন।

মাদ্দে তবায়ি :

যবরওয়ালা অক্ষরের পর খালি আলিফ, পেশ ওয়ালা অক্ষরের পর সাকিন ওয়ালা ওয়াও এবং যের ওয়ালা অক্ষরের পর সাকিন ওয়ালা ইয়া হলে উক্ত অক্ষরের হরকতকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। একে মাদ্দে তবায়ি বা মাদ্দে জাতি বা মাদ্দে আছলি বলে। যেমন : نُوْحِيْهَا

মাদ্দে বদল :

বদল অর্থ- পরিবর্তন করা। হামজা সাকিনকে তার পূর্বের হরফের হরকত অনুযায়ী মাদ্দের হরফ (ا-ي-و) দ্বারা বদল করে পড়াকে মাদ্দে বদল বলে। ইহা এক আলিফ টানতে হয়। যেমন : اٰمَنَ মূলে اَأْمَنَ ছিল।

মাদ্দে লিন :

লিনের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তাকে মাদ্দে লিন বলে। ডান দিকের অক্ষরকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-خَوْفٌ-بَيْتٌ

তিন আলিফ মাদ্দের বর্ণনা :

তিন আলিফ মাদ্দ ২ প্রকার। যথা-

১। মাদ্দে আরজি
২। মাদ্দে মুনফাছিল।

মাদ্দে আরজি :

মাদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তাকে মাদ্দে আরজি বলে। এমতাবস্থায় ডান দিকের হরকতকে ৩ আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : يَرْجِعُوْنَ-رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

মাদ্দে মুনফাছিল :

মাদ্দের হরফের পরে ২য় শব্দের প্রথমে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুনফাছিল বলে। ইহা তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমনঃ وَمَآ اُنْزِلَ-لَآ اَعْبُدُ

চার আলিফ মাদ্দের বর্ণনা :

চার আলিফ মাদ্দ ৫ প্রকার। যথা :

১. মাদ্দে মুত্তাছিল
২. মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফাফ
৩. মাদ্দে লাজিম হরফি মুছাক্কাল
৪. মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ
৫. মাদ্দে লাজিম কালমি মুছাক্কাল

মাদ্দে মুত্তাছিল :

মাদ্দের হরফের পরে একই শব্দে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুত্তাছিল বলে। ইহা চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : جَـــآءَ-سَـــآءَ

মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফাফ :

যে সমস্ত হরফে মুকাত্তায়াত- এর নাম ৩ অক্ষর বিশিষ্ট উহার বামে তাশদিদ না থাকলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফাফ বলে। হরফের নাম চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-حٰـمٓ-صٓ-نٓ

মাদ্দে লাজিম হরফি মুছাক্কাল :

যে সমস্ত হরফে মুকাত্তয়াত-এর নাম ৩ অক্ষর বিশিষ্ট উহার বামে তাশদিদ থাকলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুছাক্কাল বলে। হরফের নাম ৪ আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : طٰسٓـمّٓ-الٓـمّٓ

মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ :

একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে সাকিন হরফ আসলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ বলে। آلْــئٰـــنَ

মাদ্দে লাজিম কালমি মুছাক্কাল :

এই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে তাশদিদ ওয়ালা হরফ আসলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুছাক্কাল বলে। যেমন : دَآبَّــةٌ-وَلَا الــضَّـــآلِّــيْـــنَ

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি :

১. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন শরিফ পাঠ করা কি?

ক. فرض   খ. واجب

গ. سنة   ঘ. مستحب

২. কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে উচ্চারিত হয় কোন হরফ?

ক. غ   খ. ع

গ. ء   ঘ. ل

৩. إخفاء করা-

i. নুন সাকিনের কায়দা   ii. মিম সাকিনের কায়দা

iii. মাদ্দের কায়দা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. مَنْ وَّالٍ - এর মধ্যে কোন কায়দা প্রযোজ্য হবে?

ক. ادغام مع الغنة খ. ادغام بلاغنة
গ. اخفاء شفوي ঘ. إظهار حقيقي

৫. وما هم بمؤمنين -এর মধ্যে দাগ দেওয়া অংশে কিসের কায়দা?

ক. اخفاء খ. ادغام
গ. اظهار ঘ. إقلاب

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

রহিম শুনল তার ছোট বোন খুব দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করছে। সে বলল, তুমি কেন এত দ্রুত কুরআন পড়ছো? ছোট বোন বলল, কারণ যত অক্ষর পড়া যাবে তার ১০ গুণ বেশি নেকি পাওয়া যাবে। রহিম বলল, এতে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হতে পারে।

ক. تجويد শব্দের অর্থ কী?

খ. মাদ্দের পরিমাণ বুঝিয়ে লেখ।

গ. ছোট বোনের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন কর।

ঘ. রহিমের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল কুরআনে মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। এতে একদিকে যেমনিভাবে মানব জীবনের আত্মিক বিষয় বিবৃত হয়েছে, তেমনিভাবে মানুষের জাগতিক কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট বিধানাবলি ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডার আল কুরআন থেকে এসব নির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য আল কুরআন অধ্যয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আল কুরআনকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল কুরআন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু মানব জীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়ায় শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

তাই বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে আল কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসু এবং শিক্ষাথীদেরকে আধুনিক

বিজ্ঞান, মনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধ সম্পন্ন সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা মোতাবেক আল কুরআনের উপর একটি ভূমিকা, মুখস্থ করণের জন্য কিছু সুরা এবং বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে তার মুলবক্তব্য, শানে নুজুল, প্রয়োজনীয় টীকাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনার প্রতি বিষয়ের শেষে আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি "সৃজনশীল" অনুশীলনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক মুখস্থ নির্ভরতা পরিহার করে দক্ষতা ভিত্তিক অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। সবশেষে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও নিম্নে কিছু পরামর্শ সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদত্ত হলো।

১। যেহেতু আল কুরআন আল্লাহর বাণী সম্বলিত মহাগ্রন্থ, সেহেতু পুস্তকটির পাঠ শুরুর প্রাক্কালে ১/২টি ক্লাস এর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা দরকার। যাতে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে গ্রন্থটি জানার ও অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুস্তকের মধ্য বাহির হতে মর্মস্পর্শী ১/২টি ঘটনা পেশ করা যেতে পারে।

২। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন।

৩। প্রথমত আয়াতের সরল অনুবাদ শিক্ষা দিবেন। এক্ষেত্রে শাব্দিক বিশ্লেষণ ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দিবেন। বিশেষ বিশেষ আয়াত মুখস্থ করাবেন।

৪। তাহকিক ও তারকিব ব্লাকবোর্ডের সাহায্যে অনুশীলন করাবেন।

৫। আখলাক সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাঠদানের ক্ষেত্রে সৎচরিত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি এবং অসৎ চরিত্রের প্রতি তার ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

৬। ইমান ও ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতগুলো পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করবেন।

৭। ২য় অধ্যায়ের সুরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তা তাজভিদসহ পাঠ করত অর্থসহ মুখস্থ করণের প্রতি গুরুত্ব দিবেন।

৮। সৃজনশীল পদ্ধতি কী? তা শিক্ষীর্থীদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন। অনুশীলনীতে সংযোজিত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও রচনামূলক সৃজনশীল প্রশ্নমালার আলোকে পাঠদান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক যোগ্যতা যেন শিক্ষার্থীরা অর্জনে সক্ষম হয় তা বিবেচনায় রেখে সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ উপস্থাপন ও পাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৯। শিক্ষক মহোদয় প্রতিটি পাঠ শেষে ব্লাকবোর্ডেই ১/২টি উদ্দীপক তৈরি করে চারটি দক্ষতার নমুনা প্রশ্ন দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে অনুরূপ তৈরি করে বাড়ির কাজ হিসেবে আনতে বলবেন।

১০। প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষাসমূহ ছাড়াও পাঠদানের মধ্যে পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করলে পাঠ মুল্যায়ন অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে।

১১। পরিশেষে আবারো সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, একজন শিক্ষা দরদী, নিষ্ঠাবান, কর্তব্য পরায়ণ শিক্ষকই পারেন তার শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলের বিকল্প নেই।

সমাপ্ত

২০২৩
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৬ষ্ঠ-কুরআন

হে ইমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর
-আল কুরআন

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত